Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: আয়েশা আক্তার

রোলঃ 228021444

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসাঃ আয়েশা আক্তার

রোলঃ 228021444

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও আমাদের জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: আয়েশা আক্তার, আইডিঃ 228021444 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম ও আমাদের জীবন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

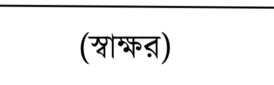

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোসা: আয়েশা আক্তার

আইডিঃ 228021444

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.ইসলামী আকীদা -বিশ্বাস......6

২.ইবাদাত-বন্দেগী......15

৩.ইসলামী মু'আমালাত......25

৪.ইসলামী মু'আশারাত......29

৫.ইসলাম ও পারিবারিক জীবন......32

৬. তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি......44

৭.মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন......46

৮.উত্তম চরিত্র......49

০৯.ইসলামী জীবনের কল্যাণময় আদব......52

১০.দৈনন্দিন কাজে প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)প্রিয় দুআ ও আমল......61

১১.ইসলামী মাসসমূহ করণীয় ও বর্জনীয়......83

১২.সীরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমাদের জীবন......85

সহায়ক গ্রন্থ ও রেফারেন্স:......90

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلا م عل رسوله الكريم و
عل اله اصحا به اجمعين

আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালা প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা যিনি
তাঁর বান্দাকে কিছু লিখার
তাওফীক দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।যিনি আমাদের দিশেহারা জীবনের আলোকিত প্রদীপ।তাঁর স্নেহের পরশে সমগ্র মাখলুকাত ধন্য।সালাম সকল সম্মানিত নবী রাসুলগণের প্রতি, সম্মানিত ফেরেশতা গণের প্রতি, সাহাবায়ে কেরামগণের প্রতি। আমাকে,আমার আব্বা আম্মা,বোন সকল মুসলিমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করুন। আল্লাহ তায়ালার ক্ষমাই সর্বোচ্চ সফলতা।ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র জীবন বাস্তবভাবে আমাদের শিখিয়েছেন আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্যের আদর্শবলী।
'ইসলাম ও আমাদের জীবন' নামক শিরোনামে জ্ঞানের স্বল্পতায় যা কিছু লিখার প্রয়াস পেয়েছি দুআ করি তা যেন আমার এবং আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালার সেরা মাখলুকাতের হিদায়াত ও কল্যাণের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। আমিন ইয়া রাব্বানী আলামীন।

১.ইসলামী আকীদা -বিশ্বাস

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার মনোনীত আসমানী গ্রন্থ কুরআন মাজীদের প্রথম ভালোবাসার বাণী

اقرا باسم ربك الذي خلق

পড়, তোমার প্রতি পালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। -(সুরা আলাক: ০১)

এখন বান্দার কাজ হলো পড়া। পড়ার মাধ্যমেই জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত হয়। পড়া স্মৃতিতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ও রাব্বুল আলামীনের আশার বাণী:سنقر ءك فلا تنس "আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব আপনি বিস্মৃত হবেন না।"-(আ'লা:০৬)কোন বিষয়ে সঠিক বা ভুল প্রমাণিত হয় জ্ঞানের মাধ্যমে। জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথমত গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষা, যুক্তি বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীলব্ধ জ্ঞান ন। ওহীলব্ধ জ্ঞান মানবীয় গবেষণা ও অভিজ্ঞতার
উর্ধ্বে
"عِلْمٍ" أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا

'যারা শিরক করেছে, তারা বলবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষ গণ শিরক করতাম না এবং কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না' এ ভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণ ও অবিশ্বাস করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বলুন, তোমাদের নিকট 'ইলম' (জ্ঞান) আছে কি? থাকলে আমার সামনে পেশ কর। তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান নির্ভর মিথ্যা কথাই বলো।"-(সুরা আনআম:১৪৮)
আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন,
أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
শুনছ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। আর এরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে-তা আসলে কিছুই নয়। এরা নিজেরই কল্পনার পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে ।"-(সুরা ইউনুস:৬৬)

অধিকাংশ মানুষই কেবললমাত্র ধারণা কল্পনার অনুসরণ করে চলে। সত্যকে জানার ক্ষেত্রে ধারণা কোনো কাজেই আসে না। যখনই মানুষ নিজস্ব ধারণা বা কল্পনার অনুসরণ কার তখনই মত বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। এই বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে

স্রষ্টাকে চেনার ও জানার নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে। বিশ্বাস বা ঈমানের ভিত্তি হলো জ্ঞান। বিশুদ্ধ ঈমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মূল চাবিকাঠি যেহেতু ঈমান বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা মানব জীবনের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় দায়িত্ব।

فاعلم انه لا اله الا الله অতএব তুমি জেনে রেখ যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ বা উপাস্য নাই।"- [(৫৭) মুহাম্মাদ: ১৯

প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু ইরশাদ করেছেন,

من قال لا إله إلا الله دُخلَ الْجَنَّة

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল সে জান্নাতে প্রবেশ করল।- [তিরমিযী: ২৫ ৬২)

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَـٰنُ الرحىم

এবং তোমাদের মাবুদ একমাত্র আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই। যিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু।- (সুরা বাক্কারাহ:১৬৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

واعبدوالله ولا تشركوا به شيئا

এবং তেমবা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তার সাথে কোন বিষয় অংশীদার স্থাপন কর না। - (সুরা নিসা: ৩৬)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'র মাধ্যমে বান্দা মূলত আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার হক ও ফরয সমূহ আদায় করা এবং তার শর্তসমূহ পূর্ণ করা জরুরী। যা কোরআন ও সুন্নাহয় রয়েছে। যেসব ইবাদত দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয় সেসব ইবাদত গ্রহণযোগ্যতার শর্ত পূরণ আবশ্যক।

যেমন ওযু ব্যতীত সালাত গ্রহণযোগ্য না আবার তার শর্ত ব্যতীত গ্রহণীয় হয় না।

ওহাব ইবন মুনাব্বিহ জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল -লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন "অবশ্যই তবে প্রত্যেক চাবির দাঁত রয়েছে যদি তুমি দাঁত বিশিষ্ঠ চাবি নিয়ে আস তোমার জন্য খোলা হবে, অন্যথায় খোলা হবে না। তিনি দাঁত বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

(আসার ইবনে রজব, কালিমাতুল ইখলাস, পৃষ্ঠা:১৪)কুরআন ও সুন্নাহর অনুসন্ধান শেষে আহলে ইলমদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে ,৭টি শর্ত ব্যতীত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

১. কালেমার অর্থ জানা অর্থাৎ কালেমার ভেতর কী সাব্যস্ত করা হয়েছে জানা জরুরী যা তার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার বিপরীত।

اياك نعبد واياك نستعن

"নিশ্চয়ই আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।"(সুরা ফাতিহা:০৫)

২.কালেমার ভেতর যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা মনে প্রাণ বিশ্বাস করা, সন্দেহ পোষণ করার বিপরীত।

কোরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُوۡا وَجٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓـئِكَ هُمُ الصّٰدِقُو

মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসুল।যে কোন বান্দা যদি এ দুটি বিষয় সন্দেহ পোষণ করা ব্যতীত আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে যাবে।-(সহিহ মুসলিম:২৭)

৩.কালিমার প্রতি পূর্ণ ইখলাস থাকা জরুরি,যা তার অর্থ ও দাবি বাস্তবায়ন করার সময় শিরক ও রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়ার বিপরীত।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ

“জেনে রেখ, আল্লাহের জন্যই একনিষ্ঠ ইবাদাত।”-(সুরা যুমার:০৩)

৪.কালেমাকে মনে প্রাণে সত্য জানা জরুরী, তার প্রতি মিথ্যারোপ করার বিপরীত।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ يُّتۡرَكُوۡۤا اَنۡ يَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُوۡنَ

মানুষ কি মনে করে ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে?

কুরআন মাজিদে আরও ইরশাদ হয়েছে,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُون”َ

মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে,আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ,আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।”

৫. কালেমায় সাব্যস্ত সত্তাকে (আল্লাহকে) মহব্বত করা জরুরী, যা তাঁর প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার বিপরীত।

৬. কালেমার অর্থ ও দাবির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা জরুরী, যা তার অর্থ ও দাবির বাস্তবায়নকে প্রতিরোধ করার বিপরীত

৭. কালেমার অর্থ ও দাবি মনে প্রাণে গ্রহণ করা জরুরী, যা তার অর্থ ও দাবির বাস্তবায়ন প্রতিরোধ করার বিপরীত।"

জনৈক কবি এই সাতটি শর্তকে কবিতায় একত্র করেছেন, যেমন

علم يقين واخلاص وصدق مع محبة وانقيد والقبول لها.

জানা, বিশ্বাস, এ কনিষ্ঠতা (রিয়া ও শির্কে লিপ্ত না হওয়া, সত্যারোপ করা, মুহাব্বত (কালেমায় সাব্যস্ত সত্তাকে), ইনকিয়াদ কালেমার সাব্যস্ত সত্তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শনও কবুল অর্থাৎ সানন্দে গ্রহণ করা।

قال النبي صلى اللهع وسلم : كل امر ذي أمر بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم القطع

গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণ কোনো কাজে আল্লাহর নামে শুরু না হলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।(কানযুল উম্মাল:২৪৯১) । প্রত্যেক কাজের শুরুতেই আমাদেরকে বিসমিল্লাহির

রাহমানির রাহিম পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর অন্তরালে মহিমান্বিত এক দর্শন লুকিয়ে আছে। বিশাল এক হাকিকতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার জীবনে যতো কাজই করে, তা আল্লাহ তায়ালার তাওফীক ছাড়া সম্ভব হয় না।। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وجعلنا من الماء كل شي وحى

- "আমি সব প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"-(আম্বিয়া:০৩)। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্থল আর দুই তৃতীয়াংশ জলভাগ। সমুদ্রে অসংখ্য সৃষ্টিজীব রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত না হয়ে মিষ্টি হলে সমস্ত মৃত প্রাণীর কারণে পানি নষ্ট হয়ে যেত। নোনা অংশ পানিকে খারাপ ও দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করে আবার এ নোনা পানিকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য মনসুন' তথা মোসুমী বায়ুর মাধমে আকাশে উঠিয়ে মেঘমালা তৈরী করেন এবং এতে স্বয়ংক্রিয় প্লান্টের মাধ্যমে মিষ্টি পানিতে রূপান্তরিত করেন।

আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।

শরীয়াতের দাবী হচ্ছে মানুষ স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জনকে নিজের লক্ষ্য বানাবে।

রাসুল আল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেন

اللهم انى اسئلك رحمة من عندك بها

امرى تلم بها تعثى

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এখন রহমত কামনা করছি যা দ্বারা আমার অন্তরের একাগ্রতা ও প্রশান্তি লাভ হয়। আপনি আমার অস্থিরতাকে একাগ্রতা ও স্বস্তি দ্বারা পরিবর্তিত করে দিন।

সুনানুত তিরমিযী: ৩৩৪১
যে
যিকির হলো আল্লাহ রাসুল আল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

নেক আমল দ্বারা তোমার অন্তরে আনন্দ লাভ হয়েছে তা মুমিনের জন্য সুসংবাদ।(সহিহ মুসলিম:৪৭৮০;মুসনাদে আহমদ:২০৪১৬) ।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন মানুষের কোন আমল তাকে জান্নাতে নিতে পারতে না। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা বলেন ,আপনার আমল ও কি আপনাকে জান্নাতে নিতে পারারে না? তিনি জবাবে বলেন

لا الا ان يغمدني الله برحمته

'না, আমার আমল ও আমাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। যতক্ষণ আল্লাহ তার মহব্বত দ্বারা ঢেকে নেন।

| সহিহ বুখারী: ৫৯ ৮২, মুসলিম ৫০৩৬]

আমল জরুরী, কিন্তু তা জান্নাতপ্রাপ্তির পরিপূর্ণ কারণ না। আমল আল্লাহর করুণা লাভের একটি আলামত।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. বেশ প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ কথা বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আমল করে এবং তার উপর ভিত্তি করে আশা করে যে, এ আমল তাকে কে জান্নাতে নিয়ে যাবে, তাহলে সে অহেতুক মেহনত করেছে। পক্ষান্তরে যে লোক এ আশা করে যে, আমি আমল ছাড়াই জান্নাতে চলে যাবো, তাহলে সে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার।

জালাল উদ্দিন রুমী রহ.বলেন- কখনো কখনো মানুষের মনে এমন খেয়াল জাগে যে, আমি আল্লাহতায়ালাকে এত ডাকি, কিন্তু তার পক্ষ থেকে এ ডাকের কোন উত্তরই আসে না। এক্ষেত্রে আল্লাহর জবাব-আমার নাম নেয়ার যে তাওফীক হয়েছে তোমার এটিই উত্তর। আল্লাহ তায়ালার রাসুল আল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

নেক আমল দ্বারা তোমার অন্তরে আনন্দ লাভ হয়েছে তা মুমিনের জন্য সুসংবাদ।(সহিহ মুসলিম:৪৭৮০;মুসনাদে আহমদ:২০৪১৬) ।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন মানুষের কোন আমল তাকে জান্নাতে নিতে পারতে না। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা বলেন ,আপনার আমল ও কি আপনাকে জান্নাতে নিতে পারারে না? তিনি জবাবে বলেন

لا الا ان يغمدني الله برحمته

'না, আমার আমল ও আমাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। যতক্ষণ আল্লাহ তার মহব্বত দ্বারা ঢেকে নেন।

| সহিহ বুখারী: ৫৯ ৮২, মুসলিম ৫০৩৬]

আমল জরুরী, কিন্তু তা জান্নাতপ্রাপ্তির পরিপূর্ণ কারণ না। আমল আল্লাহর করুণা লাভের একটি আলামত।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. বেশ প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ কথা বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আমল করে এবং তার উপর ভিত্তি করে আশা করে যে, এ আমল তাকে কে জান্নাতে নিয়ে যাবে, তাহলে সে অহেতুক মেহনত করেছে। পক্ষান্তরে যে লোক এ আশা করে যে, আমি আমল ছাড়াই জান্নাতে চলে যাবো, তাহলে সে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার।

জালাল উদ্দিন রুমী রহ.বলেন- কখনো কখনো মানুষের মনে এমন খেয়াল জাগে যে, আমি আল্লাহতায়ালাকে এত ডাকি, কিন্তু তার পক্ষ থেকে এ ডাকের কোন উত্তরই আসে না। এক্ষেত্রে আল্লাহর জবাব-আমার নাম নেয়ার যে তাওফীক হয়েছে তোমার এটিই উত্তর।
নেক আমলের নগদ ফায়দা এই যে,

১. আল্লাহ তায়ালার প্রতি আশা তৈরি হয়

২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

৩. মানুষের মনে প্রশান্তি পরিতৃপ্তি ও স্থিরতা লাভ হয়

৫. এক নেক আমল আরেক নেক আমলের মাধ্যমে হয়।

অপরদিকে যখন মানুষের মধ্য থেকে ঈমান ও তাকওয়ার অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়, তখন এটি বিকৃত হয়ে যায়। তখন মানুষ গুণাহ করে মজা পায় । সে গুণাহের মাঝে না অন্ধকার অনুভব কবে না ভয়ভীতি।

সুতরাং গুণাহের নগদ ক্ষতি এই যে,

১. গুনাহের পর অন্তরে শান্তি থাকে না

২. গুণাহ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়।
****

আল্লাহ তায়ালা তার কোনো বান্দাকে আযাব দিতে চান না। তিনি ইরশাদ করেন-

ما يفعل الله بعد ا بكم ان شكرتم وأمنتم

'তোমরা যদি ঈমান আনো ও শোকর আদায় করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন?"(নিসাঃ ১৪৭)

জালাল উদ্দিন রুমী রহ.বলেন, "যদি এ জগতে তুমি পালানোর পথ দেখছো না, গুণাহ থেকে, অশ্লীলতা থেকে, নগ্নতা থেকে ,বদদ্বীনী থেকে, কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যেভাবে দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েছিলেন তুমি ও দরজা পর্যন্ত দৌড় দিয়ে দেখাও। তারপর আল্লাহ তায়ালাকে বলো, হে আল্লাহ, সামনে রক্ষা করা আপনার কাজ। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর সাহায্য আসবে।

গুণাহ থেকে বাঁচার জন প্রতিনিয়ত আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। যেমন রাতে ঘুমানোর পূর্বে সারাদিনের কর্মকান্ডের মুহাসাবা করা আর দুআ করা

"হে আল্লাহ আপনার রহমত দ্বারা এ ব্যর্থতা দূর করে দিন। আমি তো আপনার পথে চলতে চাই কিন্তু নফস, শয়তান ও পরিবেশ আমাকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করে। হে আল্লাহ আমাকে এসবের উপর বিজয়ী করুন।"

সকাল বেলা ইস্তিগফার করা নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা।

ان ااصلاتى ونسكى ومحاى ومماتي لله رب العلمين হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমার সালাত আমার ইবাদত , আমার জীবন ,আমার মরণ সব আপনার জন্য নিবেদিত।

[সুরা আনআম:১৬২]

নেক কাজে বিলম্ব বিলম্ব না করা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فاستبقو الخيرت

“ভালো ও নেকীর কাজে দৌড়াও ।”-(বাকারা:১৪৮)

শেখ সাদী রহ. বলেন,

'আরে বুড়ো হয়ে গেলে তো হিংস্র বাঘ ও পরহেজগার হয়ে যায়। কোনো নীতিদর্শন তাকে পরহেযগার বানায়নি। পরহেযগার বানায়নি খোদাভীতি ও। বরং অক্ষম হয়ে যাওয়ায় সে পরহেযগার হয়ে গেছে। সে ছিঁড়ে ফেড়ে খেতে পারে না। পূর্বের সেই শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। তাই সে পরহেযগার হয়ে এক কোনে বসে আছে। মনে রেখ ,যৌবনকালের তাওবা হলো নেককারদের স্বভাব। তাঁদের নিদর্শন। হযরত ইউসুফ আ. এর বিষয়টি লক্ষ্য করুন- পূর্ণ যৌবন। শক্তি সামর্থ পরিপূর্ণ। পরিস্থিতি অনুকূল। এমতাবস্থায় গুণাহের আহ্বান করা হচ্ছে। এমন সময় তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়

معاذ الله انه ربى احسن متواى

আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই আমার রব উত্তম আশ্রয়স্থল। (সুরা ইউসুফ: ২৩)।অতএব নেক আমলে দেরী না করা। আগ্রহ সৃষ্টি হলে সাথে সাথে তার উপর আমল করা।

২.ইবাদাত-বন্দেগী

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون “আমি জ্বীন ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" -(যারিয়াত:৫৬)

মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন? আমি এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, যার মধ্যে সব ধরণের চাহিদা থাকবে। ভালো কাজের চাহিদা থাকবে মন্দ কাজের চাহিদা ও। ক্ষুধা-পিপাসা থাকবে, থাকবে জৈবিক চাহিদা ও। তবে এই মাখলুকের পরাকাষ্ঠা ও উৎকর্ষতা এই যে, তারা যখন নিজেদের কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তির চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে আমার ইবাদত করবে, তখন তারা তোমাদের চেয়েও অগ্রগামী হবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-تتحا في جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوف و طمعا

“তাদের পৃষ্ঠদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে পরওয়ারদি গারকে ডাকে।(সাজদাহ:১৬)
আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন,

كانو قليل من اليل ما يهجعون (১৭) وبالاسحار كم يستغفرون(১৮)
তারা রাতের অল্প সময়ই ঘুমাত এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফার করত।”-(যারিয়াত:১৭-১৮)

ইবাদত মানবজীবনের উদ্দেশ্যকেই শুধু পূর্ণতা
দান করেনা, বর‍্য নফস ও শয়তানের সাথে মোকাবিলা করতে শক্তি যোগায়।
ইবাদত ২ প্রকার।

১. যা পালন করা আবশ্যক যেমন ফরয, ওয়াজিব,সুন্নতে মুয়াক্কাদা

২. নফল ইবাদত- যা পালন করলে সওয়াব আর না করতে পারলে গুণাহ হবে না।

তবে নিজের নিয়মিত আমলের মধ্যে নফসকে অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া মানুষ নফস ও শয়তানের মোকাবেলায় পরিপূর্ণ শক্তি অর্জন করতে পারে না। শাইখ ডাঃ আব্দুল হাই বলতেন- ফরয হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আর নফল হলো আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের দাবি।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-"আমার বান্দা যতো বেশি নফল আদায় করে, তাতো বেশি আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এমনকি একটি সময় এমন আসে যে, আমিই তার জিহ্বা হয়ে যাই যা দিয়ে সে কথা বলে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে পথ চলে। [সহিহুল বুখারি: ৬০২১]

ইবাদতে দুটি বিষয়ে অধিক জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

১. নফল ইবাদতের তুলনায় গুণাহ থেকে বাঁচার প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া

২. হুক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক আদায়ে অধিক গুরুত্বারোপ।
দ্বীনের পাঁচটি শাখা রয়েছে-

১. আকায়েদ তথা বিশ্বাস্য বিষয়
২. ইবাদত তথা বন্দেগী
৩. মুআমালাত তথা লেনদেন আয়- রোজগার
৪.মু’আশারাত তথা সমাজ সামাজিকতা
৫. আখলাকিয়াত তথা অভ্যন্তরীত চরিত্র।

বর্তমান যুগে আক্বীদা ও ইবাদতের মধ্যে দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে। অবশিষ্ঠ তিনটি শাখাকে দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বাইরের মনে করে থাকে। এসব বিষয়ে বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বে এগুলোকে গুনাহুই মনে করে না। অথচ বান্দার "হকের বিষয়টি এতই জটিল যে, হকদার মাফ না করা পর্যন্ত শুধু তওবা ইস্তিগফার দ্বারা সে গুনাহ মাফ হয় না।

الرحيم بسم

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ قُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ

'নিশ্চয় সফলতা লাভ করেছে মু'মিনগণ, যারা তাদের নামায়ে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত আদায়কারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। এর বাইরে যে অন্বেষণ করবে, তারাই হলো সীমালঙ্ঘনকারী। (মুমিনুন:১-৭)

আল্লাহ তায়ালা এখানে সালাতে বিনয় তথা খুশুর কথা বলেছেন। সালাতে খুশু ও খুযু শব্দ দুটি ব্যাপক। ‘খুযু’ অর্থ বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর ঝামনে ঝুকিয়ে দেওয়া আর খুশু অর্থ অন্তরকে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করা। সালাতে উভয়টাই কাম্য।

সালাত আদায় করতে হবে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে অর্থাৎ সুন্নাত মোতাবেক। যেমন
সালাতে দাঁড়ানোর সুন্নাত হলো পুরো দেহ কিবলামুখী হতে হবে। সিনাও কিবলামুখী হতে হবে।সিনা কেবলার দিক হতে সরে গেলে সালাত আদায় হবে তবে সুন্নতের নূর লাভ হবে না। পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী হলে সম্পুর্ন দেহ কিবলামুখী হয়ে যাবে। অর্থাৎ একদম সোজা হয়ে দাঁড়ানো আর দৃষ্টি থাকবে সিজদাহর স্থানে।
*নিয়ত মুখে উচ্চারণ জরুরী নয় মনে ইচ্ছা করলেই।
*হাত বাঁধার সুন্নাত তরিকা হলো ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কান্ড ধরা, মাঝের তিন ব্রার্জুল বাম হাতের কব্জি ধরা,মাঝের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর রাখা এবং হাত নাভীর সামান্য নিচে বাঁধা আর মহিলা হলে বুকে হাত বাঁধা।
* হাত বাঁধার পর ছানা পড়া। সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা বা কোরআন মাজিদের অংশ পড়া। কুরআন কারীম তাজবীদসহ পড়া এবং প্রতিটি হরফ মঠিক মাখরাজ ও সিফাত অনুযায়ী আদায় করা
*রুকুর মধ্যে মেরুদন্ড সোজা হাতের আঙুলগুলো খোলা থাকবে। আঙুল দ্বারা
হাটু ধরতে হবে সিজদারত অবস্থায় আঙ্গুল বন্ধ থাকা সুন্নত। হাত এমন ভাবে মাটিতে রাখা যেন চেহারা হাতের মাঝ বরাবর, হাতের তালু কাঁধের নিকট, বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর এবং কুনুই পাঁজর থেকে পৃথক থাকে। মহিলাদের কনুই পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখা।
→আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসলে ডান পা খাড়া থাকবে আঙ্গুল কিবলামুখী থাকতে হবে আর বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।
ডানে-বামে সালাম ফিরানোর সময় পুরো ঘাড় ঘুরিয়ে কাঁধের উপর দৃষ্টি দেয়া।
*সালাতে উচারিত শব্দের অর্থের দিকে মনোযোগ দেওয়া।

মহিলাদের জন্য আওয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা উত্তম আর পুরুষদের জন্য মসজিদে আদায় করা জরুরী। পুরুষের জন্যে জামাতে সালাত আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, যা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। কোনো পুরুষ যদি বাড়িতে একা সালাত আদায় করে তাহলে তা ফুকাহায়ে কেরামের মতে তা হবে ‘আদায়ে কাসের' বা অসম্পূর্ণ আদায়।’ আদায়ে কামেল’তথা পরিপূর্ণ আদায় হলো জামাতে সালাত আদায় করে।

রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,
'আমার ইচ্ছা হয়, জামাতের ইমামতির জন্য জন্য কাউকে দাঁড় করাই এবং তাকে সালাত আরম্ভ করতে বলি। এরপর মানুষের-বাড়ী বাড়ী গিয়ে দেখি। কারা বসে আছে। জামাতে আসেনি। যাদেরকে দেখবো জামাতে আসেনি, আমার মন চায় তাদের বাড়ীগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই ।-(সহিহ বুখারি:২২৪২;সহিহ মুসলিম: ১০৪০; সুনানুত তিরমিযী:২০১)

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

“(হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকিরই তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ তা জানেন।”-(২৯.আনকাবুত:৪৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
যে ব্যাক্তির নামায তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কর্ম থেকে বাধা দেয় না তার নামায কিছুই না।(তাফসির ইবনে কাসির ;খন্ড০৩, পৃষ্ঠা:৫৪৫)

হাদীস শরীফে রয়েছে,
যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো পেরেশানী দেখা দিত, তিনি সবার আগে সালাতের দিকে ধাবিত হতেন।”- (সুনানে হাবু দাউদ: ১১২৪)

....

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ ۝

“হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।”-(সুরা বাকারা ২:১৮৩)

রোযা হলো তাকওয়ার রূপ ।প্রতিদান আল্লাহ স্বয়ং দিবেন ।আল্লাহ তায়ালা বলেন,
রোযা আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব।

রমযানে মাস হল বান্দার অশেষ নেয়ামতের মাস। এ মাসেই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মাসেই রয়েছে এক মহিমান্বিত রাত যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। রমযানের রোযা হল ফরয আার বছরের অন্যান্য মাস শাওয়াল, জিলহজ্ব ,রজব,শাবান প্রভৃতি মাসসমূহের রোজার সুন্নাত,নফল হিসেবে অশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে প্রতি মাসের আইয়্যামে বীজের রোযা,সাপ্তাহিক রোযা। যেমন সোমবার ও বৃহস্পতিবার

রমযান মাস হলো আত্মশুদ্ধির মাস। এ মাসে বান্দাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সারা বছরের জন্য উপযুক্ত করা হয়।
হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহ বানাইহি সাল্লাম এরশাদ করেন,

মানুষের পরিবার, ধনসম্পদ ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে ঘটিত বিভিন্ন ফিতনা ও গুনাহর কাফফাবা হলো সালাত, মিয়াম ও সদাকাহ। -(সহিহ বুখারি১৮৯৫;সহিহ মুসলিম:১৪৪)

আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

সিয়াম হলো জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঢাল ও দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ। -(মুসনাদে আহমদ: ৯২১৪)

সাহল বিন যদি রা. হতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার আছে যার নাম "রাইয়ান”। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারীগণ ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে

[সহিহ বুখারি১৮৯৬;
সহিহ মুসলিম:১১৫২]

প্রত্যেক মাসে ৩টি করে সিয়াম পালন করলে সারা বছর নফল সিয়াস পালনের সমান সংখ্যক সওয়াব পাওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ!

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,প্রতি মাসে তিনটি করে সিয়াম পালন, সারা বছর ধরে সিয়াম পালনের সমান। বুখারি: ১১৫৯, ১৯৭৫]

প্রত্যেক আরবি মাসে ৩টি করে রোযা রাখা সুন্নত। মুন্নাত গায়রে মুআক্কাদাহ। রাখলে অনেক সওয়াব। না রাখলে কোন গুনাহ নাই। মাসের যে কোন সময় রাখা যায় তবে উত্তম হল আরবী মাসের ১৩,১৪ ১৫ তারিখ রোযা রাখা।

প্রিয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইয়ামে বীজের তিনদিন নিয়মিত পালন করতেন।।

ক্বাতাদাহ ইবনে মিলহান (রা) হতে বর্ণিত শুক্লপক্ষের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে ১৩,১৪ও১৫ তারিখ সিয়াম পালনের জন্য আদেশ করিতেন। [আবু দাউদঃ ২৪৪৯, নার্সারী! ২৪৩২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ۜ وَلِلّٰهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۜ

"মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয।"-(আলে ইমরান:৯৭)

এ ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

যে হজ্জ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে, তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়
-(সহিহ বুখারি: ১৬৫০, সহিহ মুসলিম:২৪০৩)

ইবাদত সাধারণত তিন প্রশ্নর।

১.দৈহিক ইবাদত যেমন সালাত
২.আর্থিক ইবাদত যেমন যাকাত, কুরবাণী
৩. দৈহিক ও আর্থিক যেমন হজ্জ

হজ্জের মধ্যে ভালোবাসার বৈশিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হজ্জের মধ্যে এমন সব কর্ম-কান্ড রেখেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ইশক ও মহব্বত প্রকাশ পায়। লাব্বাইক' ধ্বনিতে মুখরিত হয় হজ্জ প্রাঙ্গন। এহরামের ২টি সাদা চাদর, বাদশা, ধনী, দরিদ্র সবাই এই মমতার পোশাক পরিধান করে যা কাফনের কথা স্মরণ করে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝

“আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সদাকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ এমন প্রতিটি লোককে অপছন্দ করেন যে নাশোকর, পাপিষ্ঠ।”(বাক্বারা:২৭৬)

والدين هم الزكوة فعلون

“সফলকাম মুমিন তারা, যারা যাকাত আদায়কারী” ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে যাকাত একটি ফরয ইবাদাত। নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী মুসলমানের উপরর যাকাত ফরয হয় যাকাতের মাধমে আল্লাহ তায়ালা সমাজের পারস্পরিক বন্ধনকে দৃঢ় করেছেন। ধনী দরিদ্রের ভারসাম্য করেছেন। যাকাত আর সুদের ব্যাপার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সুদ মানুষকে বাহ্যিকদিক দিয়ে কিছু লাভবান করে কিন্তু এর পরিণতি ভয়াবহ ।সুদ হচ্ছে আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালাও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা যার ইঙ্গিত রয়েছে সুরা বাকারা ২ নম্বর আয়াতে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক, তবে সুদের যে অংশই (কারও কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও।

তবুও যদি তোমরা (তা) না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি (সুদ থেকে) তাওবা কর, তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের প্রাপ্য। তোমরাও (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।”-(সুরা বাক্বারা:২৭৮-২৭৯)

সুদের লেনদেনে দাতা, গ্রহীতা, স্বাক্ষী লেখকের উপর আল্লাহর অভিশাপ । তাদের চারিত্রিক, নৈতিক ও আর্থিক অধঃপতন হয়। পক্ষান্তরে যাকাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এ কটি সুন্দর সমাজ তথা রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম যা রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাহাবি তথা মুসলিম উম্মাহর স্বর্ণালী ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

যাকাতে মাসারিফ তথা খাত নির্দিষ্ট যা কোরানুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে।

At-Taubah ৯:৬০

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

“প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকীর ও মিসকীনদের হক এবং সেই সকল কর্মচারীদের, যারা সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিত এবং যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য তাদের। তাছাড়া দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধে এবং আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের সাহায্যেও (তা ব্যয় করা হবে)। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”-
(সুরা আত তাওবাহ:৬০]

যাকাতের মাধ্যাম আল্লাহ তায়ালা কত সুন্দর করে বিধান দিয়েছেন যা বাস্তবায়িত হলে দরিদ্র নিঃস্বদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত হতো। যেমন- অল্প অল্প করে না দিয়ে যদি কারও জীবিকা নির্বাহের উপকরণের ব্যবস্থা করা হতো তবে সমাজের চিত্র পাল্টে যেত। যারা যাকাত আদায় করবে তাদের ও বেতন দেওরা যেত। নওমুসলিমদের ইসলামের প্রতি অবিচল থাকার জন্য সাহায্য করা। খ্রিষ্টানরা দারিদ্রতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কত প্রান্তিক মুসলিমদের ঈমানহারা করছে।তারা আর্থিক সহায়তা , বিভিন্ন বই বা লিফলেট বিতরণ ,বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহায়তার নামে বিপথগামী করছে।নওমুসলিমগণ পরিবার পরিজন,সহায় -সম্পদ পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইসলামে প্রবেশ করছে।তাঁরা যেন সাহাবিদের প্রতিচ্ছবি।তাঁদের পাশে দাঁড়ানো মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমত নওমুসলিমদের অকাতরে দান করেন।ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করা। কারণ ব্যাক্তি মারা গেলে ও ঋণের দায় শেষ হয় না। যাকাতের মাধ্যমে অসহায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর বিধান।আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের যাকাত দিলে বিজাতীয় শত্রুদের থেকে উম্মাহকে সাহায্য করা হতো। যেমন বর্তমান ফিলিস্তিন যে ধ্বংসযজ্ঞে চালানো হচ্ছে সেখানে খাদ্য সহায়তায়তার পাশাপাশি মুজাহিদদের আর্থিক সহায়তা করা জরুরী ।যাকাত প্রদান ও সুষ্ঠু বন্টন হলো উম্মাহর জাগরণের ব্যাবস্থাপনা।যাকাত প্রদানে সম্পদের হ্রাস হয় না।

রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ما نقصت صدقة من مال

"কোনো সদাকা এবং যাকাত সম্পদ হ্রাস করে না।"-[সহিহ মুসলিম:৪৬৮৯; সুনানুতত তিরমিযী: ১১৫২)

যাকাত না দেওয়ার উপর কুরআন-হাদিসে অসংখ্য ধমকি এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

"যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পাথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রাময় শাস্তির সুসং বাদ দিন। যেদিন সে ধন সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা ছাড়া তাদের কপাল, তাঁদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করতে, তার মজা ভোগ করো।"-(সুরা তাও বাহঃ৩২)

মৌলিকভাবে তিন জিনিস যেমন১. নগদ টাকা ২.স্বর্ণ রুপা ৩.ব্যবসায়ী পণ্যের উপর মাত্র আড়াই শতাংশ হারে প্রদান করতে হয়। এ ব্যপারে সবাইকে সচেতন হওয়া জরুরী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে স্মরণকরঅধিকহারে।-(সুরা আহযাব:৪১)

এ বিশ্বজগতের প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু জীব নির্জীব সবকিছু প্রতিনিয়ত আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালার জিকিরে মশগুল। জড়বস্তুর জিকির মানবীয় জ্ঞানের উর্ধ্বে বিধায় বুঝা যায় না।দাউদ আলাইহিস সালামের সাথে পাহাড় ও পাখি যিকির করতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পাথরের টুকরো ও সাক্ষ্য দিয়েছে। যিকির আর
দরুদ অন্তরে উপলব্ধি করা যায় কোন কাজে ব্যাঘাত ঘটায় না। যেমন যে কোন দুনিয়াবি কাজের পাশাপাশি মনে মনে যিকির করা যায়। আল্লাহ তায়ালার তার বান্দাকে কত ভালোবেসে এমন সুযোগ করে দিয়েছেন। অফিসের কাজ ঘরের কাজ, রান্নাবান্না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ঘর ঝাড়ু দেয়া, বিছানা পরিপাটি করা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করা এবং চলাচলের সময় অন্তরের অন্তস্থল থেকে যিকির করা যায়। আর এ যিকিরে ইখলাস ও সৃষ্টি হয় কারণ এতে লোক দেখানো ভাব থাকে না। মালিক আর বান্দার মহব্বতের সম্পর্ক তৈরি করে। যিকির জোরে করা জায়েয তবে উত্তম নয়। আস্তে যিকির করা উত্তম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۚ

“তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘন-কারীদেরকে পছন্দ করেন না।”-(সুরা আল আরাফ:৫৫)
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

Al-A'raf ৭:২০৫

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

"এবং সকালে ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালককে স্মরণ কর বিনয় ও ভীতির সাথে, মনে মনে এবং অনুচ্চস্বরে মুখেও। যারা গাফলতিতে নিমজ্জিত, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"-(০৭.সুরা আরাফ:২০৫)

যিকিবের মধ্যে সুফল হলো অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায়। নফস নিয়ন্ত্রণে আসে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

-কুরআন কারীমে আল্লাহ তায়ালা স্থানে নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট বর্ণণা করতে গিয়ে বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ ؕ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।-(৯.সুরা তাওবা:৭১)

নেক বান্দাগণ অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে। শুধু নিজেকে পরিশুদ্ধ করা যথেষ্ট নয় অন্যদের ব্যাপারে ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৩.ইসলামী মু'আমালাত

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অতঃপর নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর, এবং আল্লাহকে স্মরণ কর বেশি বেশি যাতে তোমরা সফলকাম হও।-(৬২.সুরা জুমুআ:১০)

দুনিয়ার সহায় সম্পদ হলো জীবন চলার ভ্রমণ পাথের মনযিল এখানে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করাই আল্লাহ প্রদত্ত পেতে অগ্রগামী অন্যদিকে যারা হালাল হারামের সীমারেখা অতিক্রম করবে সে নিজেই ধোঁকায় পড়ে যাবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

'যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় সততা ও আমানতদারি রক্ষা করবে,কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে তার হাশর হবে।'
[সুনানে তিরমিযী:১১৩০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, আরবি! ৩৮

"ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন পাপীদের সঙ্গে উঠানো হবে। কিন্তু সেই ব্যবসায়ী এর ব্যতিক্রম, যে তাকওয়া অবলম্বন করবে, নেক কাজ করবে এবং সততা বজায় রাখবে।-(সুনানে তিরমিযী: ১১৩১)

নিজের প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয় করা শরীযতে অপছন্দীয় নয়, মাকরুহ ও নয়,তাসাউফের ও পরিপন্থী নয় বরং বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ নিজের ও অন্যের তথা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর। আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি রহ. একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন , "দুনিয়ার সম্পদ যতই হোক না কেন এগুলো পানির মতো। আর হে মানুষ তুমি হলে নৌকার মতো। নৌকা পানি ছাড়া চলতে পারে লা। কিন্তু নৌকার জন্য পানি ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী, যতক্ষণ এই পানি নৌকার চারিদিকে অবস্থান করবে-ডানে বাঁয়ে থাকবে। কিন্তু পানি যদি নৌকার ভিতর ঢুকে যায়, তাহলে পানি নৌকাটিতে ডুবিয়ে দেবে।

পানি যতক্ষণ নৌকার নিচে থাকবে, ততক্ষন পর্যন্ত তো নৌকাটি ভাসিয়ে রাখবে। কিন্তু যখনই পানি নৌকার ভিতরে ঢুকে যাবে, তখনই তা নৌকার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

নিজেকে দিনরাত সারাক্ষণ দুনিয়া উপার্জনের ধান্দায় মাতিয়ে না রেখে রাখা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ,

'হে আল্লাহ! তুমি দুনিয়াকে আমার সবচেয়ে ভাবনার বিষয়, আমার জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু, আমার কামনা-বাসনার চূড়ান্ত বানিয়ো না।-(রওজাতুল মুহাদ্দীসীন: ৮/৪১, হাদীস নং- ৩৩১১৬)
হযরত জাবের রা. বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করেন, যে ক্রয় বিক্রয় ও তাগাদার সময় কোমলতার পরিচয় দেয়।" (সহিহ বুখারি, কিতাবুলবুয়ু: ১৯০৪)

এখানে কোমলতা বলতে ক্রেতা নিজের লোকসান না করে মুনাফা কিছু কমিয়ে ক্রেতাকে পণ্য কেনার সুযোগ দেওয়া।আবার ক্রেতা ও নাছোড়বান্দার মতো নিজের প্রস্তাবিত মূল্যে পণ্য বিক্রির জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করা উচিত না। জোর পূর্বক মূল্য কমিয়ে ক্রয় করা হালাল নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

খুশিমনে দেওয়া ছাড়া কোন মুসলমানের সম্পদ অপরের জন্য হালাল নয়। (মুসনাদে আহমদ: ১৯৭৭৪)

মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কোন লাভ নেই। কোন বান্দা যখন জাহান্নামের পথে চলতে থাকে তখন তাকে কিছু হালকা শাস্তি দিয়ে সতর্ক করেন ভুল পথ থেকে ফিরে জান্নাতের পথে আসার জন্য।আর সেই শাস্তির একেকটা ধরণ হলো অভাব অনটনের মুখোমুখি করা। হযরত সাওবান (রা.) বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"অনেক সময় বান্দা পাপের কারণে জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।"-ইবনে মাজাহ:০৮;মুসনাদে আহমদ:২১৩৭৯,২১৪০২

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰي دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْن َ

“এবং সেই বড় শাস্তির আগে আমি তাদেরকে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব। হয়ত তারা ফিরে আসবে।”-(৩২.আস সাজদাহ:২১)

দয়ালু আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হয়ে যাও এবং (সত্যিকারভাবে) ঈমান আন, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ-(৪.সুরা নিসা:১৪৭)

ঋণ পরিশোধের সময় ঋণগ্রহীতা কিছু বেশি দিলে সুদ নয় বরং জায়েজ।ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত নির্দষ্ট পরিমাণ চুক্তি করলেই তা সুদ হয়।। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,
বেশি দেওয়া সুদ নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان خيارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قضاء

“তোমাদের মধ্যে ঋণপরিশোধের পন্থা যার যত সুন্দর, সে তত ভালো মানুষ।”

কিন্তু যদি ঋণ দেওয়ার সময় সিদ্ধান্ত করে নেওয়া হয়, ফেরত দেওয়া সময় অতিরিক্ত এত টাকাসহ দিতে হবে, একে 'সুদ' বলা হয়।পবিত্র কুরআন একেই কঠোর ও শক্ত ভাষায় হারাম ঘোষণা করেছে। (সূরা বাকারার প্রায় পৌনে দুই রুকু এই সুদ হারাম হওয়া ব্যাপারে নাযিল হয়েছে)-
(বুখারী কিতাবুল ইসতিকরাজ...: হাদীস নং-২২১৮: সুনানে নাসাঈ কিতাবুল হাদীস নং-৪৫৩৯; মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং-৮৭৪৩)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে পরিশোধের সময় কিছু অতিরিক্ত দিতেন। যাতে বিক্রেতা খুশি হয়।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل الربا وموكله وَشَاهِدَيه وكاتبه

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করেন,"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদী মহাজন, সুদের খাতক, সুদী লেনদেনের স্বাক্ষী ও তার কেরানী সব কজনকে অভিশম্পাত করেছেন"

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, সুদের কারবার যেমন হারাম, তেমনি সুদের দালালি করা কিংবা সুদের হিসাব লেখাও না-জায়েয। এই হাদীসেরই ভিত্তিতে ফাতাওয়া প্রদান করা হচ্ছে, আজকালকার ব্যাংকগুলোতে চাকুরি করা জায়েয নয়। কেননা, এই প্রক্রিয়ায় মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে সুদী কারবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।-(সুনানে তিরমিযী কিতাবুল বুয়ু হাদীস নং- ১১২৭;সুনানে আবুদাউদ কিতাবুল বুয়ু: হাদিস নং ২৮৯৫; সুনানে ইবনে মাজা কিতাবুল বুয়ু: হাদীস নং ২২৬৮)
সুদ অর্থকে পুঞ্জিভূত করে রাখে আর ব্যবসার মাধ্যমে অর্থের লেনদেন হয় অর্থ বৃদ্ধি পায়।

আবার ব্যবসা দাওয়াহর বিশেষ ক্ষেত্র। পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার ঘটেছে সৎ ব্যবসায়ী মুসলমানদের মাধ্যমে। তারা ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন। মানুষ তাদের ব্যবসায়ী লেনদেন দেখেছে এবং তাঁদের নীতি নৈতিকতা দেখে আচার আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু বর্তমান বর্তমান পরিস্থিতি বিপরীত। মুসলমান কোথাও গেলে মানুষ তাদের ভয় করে প্রতারণা করে কিনা, মিথ্যা বলে কি না। মুসলিমদের ব্যপারে অমুসলিমরা নানা সংশয়ে পতিত হয়। যে চরিত্র আমাদের ধারণ করার কথা ছিল অমুসলিমরা তা গ্রহণ করেছে। সেজন্যই দুনিয়ার যেজীবনে আল্লাহ তায়ালা তাদের উন্নতি দান করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা সকালকে করেছেন বরকতময়। এ বরকতের সময়ে মুসলিমরা ঘুমে বিভোর থাকে অন্যদিকে অমুসলিমরা ও ভিন্ন আকীদার মানুষেরা বিভিন্ন শোরুম, দোকান পাট খোলা রাখে। তাই তারা দুনিয়াবী সফলতা পেয়ে যায়।

৪.ইসলামী মু'আশারাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْمَنْ عند ه

" আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, আল্লাহর দরূদ ও সালাম তাঁর উপর বর্ষিত হোক।তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে ঢেকে রাখে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে ঢেকে রাখবেন।" যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সহজ করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার জন্য সহজ করে দেন। আল্লাহ তার বান্দার সাথে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাথে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য তা সহজ করে দেন জান্নাতের পথে। কোন দল আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে তা অধ্যয়ন করে, তাহলে তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদের রহমত ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা তাদের অধিকারী এবং আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, মহিমান্বিত, তাঁর সাথে থাকা নিকটবর্তীদের মধ্যে তাদের উল্লেখ করেন। -

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৬৭; সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৪৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭১১৮

আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমী রহ.বলেন,

"তাসবিহ জায়নামাজ আর তালি দেওয়া পোশাকের নাম তরীকত নয়।তরীকত খেদমতে খালক ছাড়া কিছুই নয়।"

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে প্লাবনে ধ্বংসের পর ওহী হলো মাটির পাত্র তৈরির জন্য।নূহ আলাইহিস সালাম দিনরাত পরিশ্রম করে পাত্র তৈরির পর ওহী হলো সেগুলো ভেঙে ফেলতে।নুহ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে গড়া পাত্রগুলো ভাঙতে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,আমার আদেশেই পাত্র তৈরি করেছো সেগুলো ভাঙতে কষ্ট পাচ্ছ। অথচ আমি নিজে যে মাখলুক সৃষ্টি করেছি তাদের ব্যাপারে বললে,

رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَ الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

“হে আমার প্রতিপালক! এই কাফেরদের মধ্য হতে কোন বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না।”

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি আমার মাখলুকের প্রতি আমার মহব্বত থাকে, তাহলে তোমাদেরকেও আমার মাখলুকের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক গড়তে হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۚ

হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান গুনাহ। তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।-(৪৯.সুরা হুজরাত:১৩)

আজকাল এ বিষয়ে খুবই অবহেলা দেখা যায়।অথচ অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ করা এবং তা প্রচার করা উভয়টিই গুণাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ

“দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে”-(১০৪.সুরা হুমাযাহ:০১)

কারও নিজস্ব দোষত্রুটি থাকলে সম্ভব হলে একান্তে হিকমতের সাথে সংশোধনের চেষ্টা করা।যদি কারও কাছে এমন অন্যায় প্রকাশ পায় যাতে অন্যের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে যেমন হত্যার ষড়যন্ত্র তবে এক্ষেত্রে দোষ গোপন না করে প্রকাশ করে দেয়া জরুরী। কাউকে গুনাহের কারণে লজ্জা না দেয়া প্রসঙ্গে

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, من غير أخاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَه

'যদি কেউ তার ভাইকে এমন গুনাহের উপর লজ্জা দেয়, যে গুনাহ থেকে সে তাওবা করেছে, তাহলে ওই ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে ওই গুনাহে লিপ্ত না হবে।’-(সুনানে তিরমিযী:২৪২৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وأن تلقى أخاك بوجه طلق

" তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি সদাকা।"-(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৬০। সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৯৩। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৪১৮২)
একটু মুচকি হাসি অনেক ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি।
হাসিমুখে সাক্ষাতের নামে নন মাহরাম নারী পুরুষ অট্টহাসি বা উচ্চস্বরে কুশলাদি বিনিময় সঙ্গত নয়।
আল্লাহ তায়ালা এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অন্যকে খুশি করার উদ্দেশ্য হলো, জায়েয কাজের মাধ্যমে তাকে খুশি করতে হবে। কোনো নাজায়েয কাজ করে কাউকে খুশি করার অর্থ হলো, গুনাহ করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে বান্দাকে সন্তুষ্ট করা। যা ইবাদত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না; বরং তা নিশ্চিত গোমরাহী)
এইকুরআনের নির্দেশ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

“আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে যেন তাদের প্রতি তোমাদের দয়া না হয়”-
অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বীনবিরোধী কাজ করছে, গুনাহের কাজ করছে, দয়া না হয় যে, আমি যদি তাকে এ কাজে বাধা দিই, তাহলে সে মনে কষ্ট পাবে।মন্দ কাজ থেকে নম্রভাবে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে।-(২৪.সুরা নূর:০২)
অন্তরে সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা তৈরি করলে আল্লাহ তাআলা তার উপর আমল করার তাওফীক দান করবেন। সকল সুন্নাতের উপর আমন করার অভ্যাস গড়তে হবে।এজন্য অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। মনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের গন্তব্যে উপনীত হতে হলে তিক্ত ঢোক গিলতেই হবে হবে

৫.ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

বিবাহ দুইজন নর-নারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সামাজিক চুক্তি। বিবাহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দুইটি দিক রখেছেন।১) ইবাদাত ২) সামাজিক চুক্তি ।ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে, বিবাহের সামাজিক চুক্তিবদ্ধতার দিকটি গৌণ আর ইবাদতের দিকটি প্রধান। ইবাদত হওয়ার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করেছেন যা সুন্নত, ফরয বা ওয়াজিব নয়। বিবাহে দুই পক্ষ থেকে ঈজাব-কবুল (প্রস্তাব -গ্রহণ) হয়। যিনি বিবাহ পড়ান, সাধারণত তিনি কনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি (কনের মাহরাম) হয়ে থাকেন। তিনি বলেন,আমি অমুকের কন্যা অমুককে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।বর বলে আমি কবুল করলাম। বেচাকেনায় যেমন- প্রস্তাব গ্রহণ হন হয় তেমনি বিবাহে ও হয়।পার্থক্য হলো বেচাকেনায় খুতবা পড়া হয় না আর কাযীর ও প্রয়োজন হয় না। খুতবা ছাড়াও বিবাহ হয়ে যায় বিবাহে খুতবায় তিনটি বিশেষ আয়াত পাঠ করা সুন্নত আয়াতগুলোতে বিবাহ শব্দ না থাকা সত্ত্বেও কেন খুতবা নির্বাচন করা হয়েছে তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিবাহের খুতবার বাক্যসমূহ বিবাহ অনুষ্টানে পাঠ করা হয় সবাই শুনে কিন্তু এ খুতবায় যে মুল্যবান শিক্ষা রয়েছে তা অর্থ না জানার কারণে অধিকাংশই উপলব্ধি করতে পারে না। খুতবাটি অর্থসহ তেলাওয়াত করা হলে

বেশি হতো।

يَآَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মানুষ! তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন; তার থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন আর ঐ দুজন থেকেই অনেক নর-নারী (সৃষ্টি করে পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে (যার যার পাওনা) চেয়ে থাক। রক্ত-সম্পর্কের ব্যাপারেও সাবধান থেকো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। -(৪.সুরা নিসা:০১)

এই আয়াতের শিক্ষা হলো , পরস্পর একে অপরের হক আদায় করা।

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে (অথবা পুরোপুরি আল্লাহর অনুগত না হয়ে) মরো না। -(৩.সুরা আলি ইমরান:১০২

এই আয়াতের শিক্ষা হলো, আল্লাহু তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বল।তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহ ঠিক করে দেবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চললে অবশ্যই সে বড় সাফল্য লাভ করবে।-(৩৩.সুরা আহযাব:৭০-৭১)

আয়াত তিনটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সবকটিতে তাকওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।বিবাহের আগে ও পরে এ বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্ক বা দাম্পত্য জীবন ততক্ষন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না উভয়ের অন্তরে তাকওয়া সক্রিয় থাকে।তাকওয়া ছাড়া একে অন্যের হক যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

দাম্পত্য জীবনে তিনটি স্তর রয়েছে। একটি বিবাহের আগের, এ কটি বিবাহকালীন এবং আরেকটি তার পরের ।যদি দু'জন নর-নারী পরস্পর ঈজার কবুল করে নেয় এবং সেই মজলিসে দুইজন পুরুষ স্বাক্ষী বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা স্বাক্ষী থাকে তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের একজন অন্যজনের জন্য হালাল হয়ে যাবে।

স্বভাবগত চাহিদা পূরণে যেন বেগ পেতে না হয় সেজন্য আল্লাহ তায়ালা বিবাহকে সহজ করাছেন।এতে বাগদান, সাজসজ্জা, অনুষ্ঠান, লোক সমাবেশ।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

শরীআত ত বিবাহকে যত সহজ করেছে বর্তমানে বিবাহকে তত কঠিন করা হয়েছে। মাসের পর মাস মাস এবং বছরের পর বছর এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। এর কুফল হলো হারায়ের প্রতি ঝোঁক। হালালকে কঠিণ করার কারণে হারামের সয়লাব ফলে সমাজে কদর্যতার ক্রম বিস্তার ঘটেছে। নানা রকম রেওয়াজ, বাগদান ,আচার অনুষ্ঠান, গায়ে হলুদ নানা বিজাতীয় সংস্কৃতি বিবাহের আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।যেখানে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অসন্তষ্ঠির কথা চিন্তাও করা হয় না

বিবাহ হতে হবে প্রকাশ্যে ।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ,

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ
"তোমরা এ বিবাহের ঘোষণা দাও এবং তা মসজিদে সম্পাদন কর।" [তিরমিযী: ১০০৯; ইবনে মাজাহ:১৮৮৫;
মুসনাদে আহমদ: ৫4]

হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হারাম কাজ লুকিয়ে করা হয়। বিবাহ বৈধ এবং ইবাদত তাই শরীয়ত বিবাহকে প্রকাশ্যে সম্পাদনের আদেশ দিয়েছে। বিবাহ যেহেতু ইবাদত তাই তা মসজিদে সম্পাদনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি সুন্নত। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে কোন শোরগোল যেন না হয় এবং মসজিদের আদব বজায় থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ
হাট বাজারের মত কোলাহল থেকে বিরত থাকো (মুসলিম: ৬৫৫;তিরমিযী:২১১;আবু দাউদ: ৫৭৭]
বিবাহ একটি ইবাদত। ইবাদতের মজলিস হবে সব রকমের গুণাহমুক্ত।এটা ইবাদতের মজলিস,সুন্নাত আদায়ের মজলিস,পুণ্যার্জনের মজলিস ।এ মজলিসে আল্লাহ তায়ালার রহমত ও বরকত নাযিল হয়।অথচ এ মজলিস আজ পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ।উচ্চ আওয়াজে গান নৃত্য হচ্ছে। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা হচ্ছে। মহিলারা সেজেগুজে সর্বসম্মুখে আসছে। বিবাহ সম্পাদন করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানির সাথে বিবাহ সম্পন্ন করা হচ্ছে।অনুষ্ঠান করা এবং মানুষজনকে ডাকা গুণাহের কাজ নয়। বৈধ পন্থায় স্বভাবগত চাহিদা পূরণে গুণাহের কাজ হলে তা বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের সাথে সাংঘর্ষিক।

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করে বিবাহের মজলিসকে সর্বপ্রকার গুণাহ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠিত না হলে দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। তাকওয়াই একমাত্র শক্তি যা উভয়ের হক আদায়ে ভুমিকা রাখতে পারে। কোন আদালত বা পুলিশের দ্বারা তা সম্ভব না। আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহ যখন ঘরে হাসতেন, তাঁর পবিত্র চেহারা থাকত প্রফুল্ল, মুখে থাকত মুচকি হাসি। আমি যতকাল তার সাথে কাটিয়েছি,কখনও তিনি আমাকে কঠিণ ভাষায় তিরস্কার করেননি। -(কানযুল উম্মাল:১৮৭১৯)
বিবাহ করা সুন্নত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
করেন,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي

'বিবাহ আমার সুন্নত'। -(ইবনে মাজা:১৮৩৬)

বিবাহ হলো দ্বীন। আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত থাকলে পানাহার করা ,ব্যবসা বাণিজ্য করা, চাষাবাদ, চাকরি বাকরি প্রভৃতি দুনিয়াবি কাজ ও দ্বীন হয়ে যায়। বিবাহ দ্বারা নতুন আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় । নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বরকতময় হয়ে উঠে। সেজন্য উভয়পক্ষে তাকওয়া পরহেজগারী থাকা একে অন্যের হক আদায়ে যত্নবান হওয়া শর্ত। রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহুবিবাহের পেছনে এ কারণটি কার্যকর ছিল। আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি সেসব গোত্রে বিবাহ করেন। তখন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপনের রেওয়াজ ছিল। পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَمْ نُرَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ النِّكَاح

"দুই গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি থাকলে তা সুদৃঢ় করার জন্য বিবাহের মত কার্যকর জিনিস দেখা যায়নি।" -(ইবনে মাজা:১৮৩৭;মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৪/১২৮)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়ার কারও তিনটি জিনিস অর্জিত হয়ে গেলে তা তার জন্য খোশনসীব হয়। সেটা তার সৌভাগ্যের আলামত।

১. প্রশস্ত নিবাস
২.নেক স্ত্রী
৩.উপযুক্ত বাহন

স্বামী স্ত্রী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী নতুবা বিয়ের প্রকৃত উপকারিতা লাভ করা যায় না। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী রহ. বলেন, স্বামী স্ত্রী যদি এক ও নেক হয় সেটাই দুনিয়ার জান্নাত। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যদি থাকে ঐক্য ও মহব্বত এবং উভয়েই হয় নেক ও দ্বীনদার তাহলে সেই পরিবার হয়ে যায় দুনিয়ার জান্নাত। দুটির একটি অনুপস্থিত থাকলে যেদুনিয়া জাহান্নাম হয়ে যায়। সেই পরিবারে চরম অশান্তি দেখা দেয়। দাম্পত্য জীবন নিরানন্দ ও বিস্বাদ হয়ে যায় এবং নানা যন্ত্রণায় জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

"দুনিয়ার সবটাই সম্পদ ও উপকার লাভের জিনিস। আর দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।" -(মুসলিম :২৬৬৮;

নাসায়ী:৩১৮৩ ;মুসনাদে আহমদ:৬২৭৯)

বিবাহে রসম রেওয়াজের নামে যে লাখ লাখ টাকা খরচ করা হয় সে অর্থব্যয় মৌলিক প্রয়োজন সমাধায় কোন ভূমিকা রাখে না। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী উভয়পক্ষ সানন্দচিত্তে সাধারণভাবে হাদিয়া তোহফা দিতে পারে আর বরপক্ষ সামর্থ্য অনুযায়ী ওলীমা অনুষ্ঠান করা ।মোহর স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে প্রদত্ত একটি সম্মাননা। স্ত্রীকে সম্মান ও মর্যাদা দেখানোই এর উদ্দেশ্য। এখানে স্বামীর সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদা উভয়টি লক্ষ্য রেখে নির্ধারণ করা আবশ্যক ।অথচ আমাদের দেশে চিন্তা ভাবনা ছাড়াই মোহরানা নির্ধারণ করা হয়। যেমন ১০ লাক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হল।অথচ পাত্র সারা জীবনে উপার্জন করতে পারেনি ফলে অপরিশোধিত থেকে যায় যায়। আমাদের সমাজে ৯০% মোহরানা অপরিশোধিত থাকে। এর পেছনে অন্যতম কারণ উভয়পক্ষের সদিচ্ছার অভাব।

আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনসার মোহরানা ছিল ২০ টি উট যা চাচা আবু তালিব পরিশোধ করেন। আমাদের দেশে একটি উটের মূল্য ১০ লক্ষ টাকা ধরা হলে ২০ টি উটের মূল্য হয় দুই কোটি টাকা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বেশিরভাগ স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে প্রায় ৪০০ দিরহাম প্রদান করেন।তবে আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর মেয়ে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহাকে মোহরানা হিসেবে ৪০০ দিনার দেওয়া হয়।সেই অর্থ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী রাহিমাহুল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে প্রদান করেন।
তালহা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু আর জুবাইর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু উভয়েই ছিলেন বন্ধু এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী।এক বন্ধুর ছেলের সাথে আরেক বন্ধুর মেয়ে বিয়ে হয়।মুসআব ইবনে জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ
তালহা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর মেয়ে আয়েশাকে বিয়ে করেন১ লক্ষ দিনার মোহরানায়। তখন মুসআব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইরাকের গভর্নর।-(তাবাকাত ইবনে সাদ:৮/৩০; ইমাম আয যাহাবী,সিয়ারু আলামিন নুবালা:৪/৩৬৯-৩৭০;আল্লামা ইবনে কাসীর,আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৪৮০)

জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ ইন্তিকাল করলে আয়েশা রাহিমাহুল্লাকে বিয়ে করেন উবাইদুল্লাহ আজ তাইমী রাহিমাহুল্লাহ তিনি মোহরানা দেন ১০ লক্ষ দিরহাম।
-(ইমাম আয যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা ৪/৩৬৯-৩৭০; আল্লামা ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৪৮০;তাবাকাতে ইবনে সাদ ৮/৩০)

অনেক সাহাবীর বিয়েতে মোহরানা অর্থ মূল্যে ছিল না।

রুমাইসা বিনতে মিলহান রা.(উম্মু সুলাইম, আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মা) এবং তালহা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিয়ের মোহরানা ছিল তালহার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।এক সাহাবির মোহরানা পরিশোধের সামর্থ্য ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীর কুরআন মুখস্থকে বিয়ের মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করেন।(সহিহ বুখারী:৫০২৯)

ধনী সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে আউফ

রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু তাঁর স্ত্রীকে মোহরানা দেন ৩০,০০০ দিরহাম।-(তাবাকাত ইবনে সাদ:৩/৯৬)

উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফতকালে বিয়েতে মোহরানার পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এই সময় রোম ও পারস্য বিজয় হয়।মুসলিমদের অর্থভান্ডারে কোটি কোটি টাকা আসতে থাকে। ফলে, পূর্বের তুলনায় তারা অনেক বেশি মোহরানা দিতে শুরু কাষরে। খলিফা এই নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি মসজিদের মিম্বারে দাড়িয়ে খুতবা দিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, সাহাবিরা যেন মোহরানার ব্যপারে বাড়াবাড়ি না করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়েতে মোহরানা ছিল ৪০০ দিরহাম। এখন কেউ যেন খুব বেশি মোহরানা না দেয়। তিনি জানিয়ে দিলেন, সাবধান! আমি যেন না শুনি কেউ ৪০০ দিরহামের বেশি মোহরানা নির্ধারণ

করেছে। এই ছিল খুতবার প্রথমাংশ। বেশিরভাগ মানুষ

খুতবার ১ম অংশের উদ্ধৃতি দেয় পরের অংশের উদ্ধৃতি দেয় না। অনেক সাধারণ মানুষ হয়তো পরের ঘটনা জানেই না।

উমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর খুতবা শুনে কুরাইশের একজন মহিলা বললেন, “হে আমিরুল মুমিনীন,আপনি কি মানুষকে ৪০০ দিরহামের বেশি মোহরানা নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন?”

খলিফা বললেন, 'হ্যাঁ'

সেই মহিলা বললেন," আপনি কি কুরআনের ঐ আয়াত পড়েননি?"

এই বলে সেই মহিলা কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনান।

وَاِنۡ اَرَدۡتُّمُ اسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٍ مَّكَانَ زَوۡجٍ ۙ وَّاٰتَيۡتُمۡ اِحۡدٰهُنَّ قِنۡطَارًا فَلَا تَاۡخُذُوۡا مِنۡهُ شَيۡـًٔا

“যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন - সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না।" -(৪.সুরা নিসা:২০)

এই আয়াতের উদ্ধৃতি উমর(রা.) তাঁর পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসেন। মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়ে জানিয়ে দেন।
মহিলার কথা শুনে উমর রা. বলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। উমরের চেয়ে তো প্রত্যেকেই বেশি জানে।"তিনি মিম্বরে দাড়িয়ে বলেন হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে ৪০০ দিরহামের বেশি মোহরানা দিতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি যে, যে কোন লোক তার সম্পদ থেকে ইচ্ছেমতো মোহরনো নির্ধারণ করতে পারবে।-(তাফসীর ইবনে কাসীর ২/৩১৬; সুরা নিসার ২০ আয়াতের তাফসীর)
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতেমা রা. এর মোহরানা ছিল ৫০০ দিরহাম -(কানযুল উম্মাল ৩৭৭৪৩; ১৩খ ৬৫০পৃ)

যা ১৩১ তোলা ৩মাশা রুপার সমপরিমাণ। বর্তমানকালে এর মূল্য প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা।

শরীআতে মোহরের বিষয়টা কেবল কাগুজে বিষয় নর বরং অবশ্যই পরিশোধ্য দেনা। ধার্য করার পর আদায় সম্পর্কে উদাসীনতা দেখানো বা স্ত্রীর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া গুরুতর অবিচার ও কঠিন পাপকর্ম। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি যা বরপক্ষ কর্তৃক কনে পক্ষকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর পরিণতিতে কনে এবং কনে পক্ষের পরিবারকে বিপর্যস্ত হতে হয়। যৌতুকের বিপত্তি দূর করতে হালে সমাজের সর্বস্তরের লোককে এগিয়ে আসতে হবে। এসব ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করাতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ- নসীহত ও প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে যেন সকলের চোখে যৌতুক গ্রহণের এই প্রবণতা নিন্দনীয় অবমাননাকর গণ্য হয়। পিতা বা কনে পক্ষ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মেয়েকে প্রয়োজনী সামগ্রী হাদিয়া স্বরূপ দিতে পারে ।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন ফাতেমা রা. কে বিয়েতে

দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্ধারণ করা যাবে না। সুন্নত হলো ওলীমা করা। বিবাহে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ওলীমা করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহিত করেছেন। বিবাহ একটি ইবাদত। কিন্তু জীবন
চলার পথে নানা তিক্ত অভিজ্ঞতায় এই সম্পর্ক এক সময় বিচ্ছেদে পৌছায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "বৈধ কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা অপছন্দ হল তালাক"।-(আবু দাউদ:১৮৬৩;ইবনে মাজাহ:২০০৮)
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিসকে অপছন্দ করছ যখচ তাল্লাহ এতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।”-(নিসা: ১৯)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

নারীদের প্রতি ভালো আচরণের উপদেশ গ্রহণ কর। নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজড়ের হাড় দ্বারা। আর পাজরের উপরের হাড়ই সর্বাপেক্ষা বেশি বাঁকা। তুমি যদি সেটি সোজা করতে চাও, তবে সেটি ভেঙ্গে ফেলবে ।আর যদি ছেড়ে দাও, তবে সর্বদা বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের প্রতি ভালো ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর।-(বুখারি:৪৭৮৭; মুসলিম:২৬৭১,তিরমিযী:১০৮৩)

বিবাহ হলো জান্নাতি সম্পর্ক। এ সম্পর্ককে সুন্দর করতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ইহসান করতে হয়। যে সম্পর্কের পরিণতি যে সম্পর্কের পরিণতি হবে জান্নাত সেই সম্পর্কই কাম্য। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

এবং যারা বলে, “হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দিক থেকে চোখের শান্তি দান করো (এমন স্ত্রী ও সন্তান দাও যাদের দেখলে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়) আর আমাদেরকে মোত্তাকীদের ইমাম (অনুসরণীয় নেতা) বানিয়ে দাও।”
আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালা বান্দাহদের চাওয়ার উপায় শিখিয়ে দিয়েছেন।

رَبِّ اِنِّيْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

“প্রভু! তুমি আমাকে যে কল্যাণই দাও না কেন আমি তার অভাবী (আমি তোমার যে কোন দানেরই মুখাপেক্ষী)।”-(সুরা কাসাস:২৪)
বিয়ের পূর্ব থেকেই তকদিরে বিশ্বাস রেখে উপরোক্ত দোআগুলো আমল করা। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে যার কল্যাণ নির্ধারণ করেছেন তা প্রদান করবেন।

....

আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতা-মাতার খেদমতের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে ভাল আচরণ করতে বলেছি।-(২৯.সুরা আনকাবুত:০৮)

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন,

وَقَضٰي رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝

তোমার প্রভু আদেশ করেছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা উভয়জন তোমার কাছে (তোমার সংসারে অথবা তোমার জীবদ্দশায়) বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদেরকে (বিরক্তি কিংবা অসম্মানসূচক শব্দ) উফ্ বলবে না এবং তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলবে না; বরং তাদের সাথে ভাল (সম্মানজনক) কথা বলবে।
আর মমতায় তাদের প্রতি বশ্যতার ডানা নত করে দেবে (তাদের সাথে বিনীত আচরণ করবে) আর বলবে, "হে প্রভু! আমার পিতামাতার প্রতি দয়া করো, যেমন তারা আমাকে ছোট থাকতে (দয়া দিয়ে) লালনপালন করেছেন।-(১৫.সুরা বনী ইসরাইল:২৩-২৪)

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓي اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۡ

কিন্তু তারা (পিতামাতা) যদি এই চেষ্টা করে, যাতে তুমি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করো, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না; তবে দুনিয়ায় তাদেরকে সৌহার্দ্যের সাথে সঙ্গ দেবে।
'

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের সাথে সদাচার করা

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَيْدُ بْنُ عَلَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، خِصَالٌ أَرْبَعٌ الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا.

আবু উসাইদ রাহিমাহুল্লাহ সাহাবাদের একটি দল থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোনো অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে: ১. তাদের জন্য দুআ করা। ২. তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা। ৩. তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং ৪. তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়।-
মিশকাতুল মাসাবিহ:৫৮৯৫

পিতা-মাতাকে গালি না-দেওয়া

خذلنا محمد بن كثم قال الجبرنا سفيان قال علي سعد ابى لتناهيم على لحميد أن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال قال النبى صلى الله عليه و سلم مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ ال وَالِدَيْهِ»، فَقَالُوا: كَيْفَ يَشْتِمُ قَالَ: «يَشْتِمُ الرَّجُلُ، فَيَشْتُمُ أَبَاهُ وَأُمَّه.«ُ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবিরা গুনাহসমূহের একটি হলো নিজ পিতা মাতাকে গালি দেওয়া। সাহাবিগণ বলেন, কীভাবে কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে?! তিনি বলেন, সে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দেবে, প্রতিশোধস্বরূপ ওই ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দেবে। -(সহিহ মুসলিম:১৪৬)

পিতা-মাতার ক্রন্দন

حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة، عن زياد بن مطراقي، عن عبسلة، الله سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر.

তায়ালাহ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, পিতামাতাকে কাঁদানো অবাধ্যতা ও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।"-
আস-সাহিহা: ২৮৯৮

মাতা-পিতার দুআ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ

مستجابات لهن، لا شك فِيهِنَّ دَعوةم المظلوم، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى ولده

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম বলেছেন, তিনটি দুআ অবশ্যই কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মাজলুম ব্যক্তি বা নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ। ২. মুসাফিরের দুআ। ৩. সন্তানের জন পিতা-মাতার দুআ

সন্তানের প্রতি মমতা

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ.»َ
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমানের দুটি কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাদেরকে উত্তম সাহচর্য দান করে, তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"-
(সুনানু ইবনি মাজাহঃ ৩৬৬৯; মুসনাদু আহমাদ: ১৭৪০৩)

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার:

ِحدثَنَا عَن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

«ُوَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَه
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেদ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়। -
(সহিহ মুসলিম:৭৩;মুসনাদু আহমদ:৮৮৫৫)

প্রতিবেশীরা পরস্পরের হাদিয়াকে যেন তুচ্ছ মনে না করে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو ن مُعَاذٍ الْأَشْهَيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحَرَّق.»ٍ
আমর ইবনু মুআজ আল-আশহালি রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার দাদি থেকে বর্ণনা করেন, তার দাদি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে মুমিন নারীগণ! তোমাদের মধ্যকার কোনো নারী যেন তার প্রতিবেশীকে সামান্য কিছু দান করাকেও তুচ্ছ মনে না করে; যদিও তা রান্না করা বকরির বাহুর সামান্য গোশতও হয়।-(মুসনাদ আহমাদ:২৩২০০)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة.»
আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ আল খাতমিয়্যি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ভালো কাজ সাদাকাহর সমতুল্য।-(সুনানু আবি দাউদ:৪৯৪৭; মুসনাদু আহমাদ:১৮৭৪১)

উত্তম চরিত্র:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا.»
আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতাকে সিটি পছন্দও করতেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র উত্তম, তারও সবচেয়ে বেশি ভালো।'-(মুসনাদু আহমদ:৬৮১৮; সুনানুত তিরমিযী:১৯৭৫)

89

যে ব্যক্তি মন্দ উদাহরণকে অপছন্দ করে

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبت كالكلب يرجع في قيءه

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্ল আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত শোভনীয় নয়। যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয়, সে কুকুরতুল্য; যে বমি করে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করে।-(সহিহ বুখারী:২৫৮৯; সহিহ মুসলিম:১৬২২;সুনানুন নাসায়ী:৩৬৯১;মুসনাদু আহমদ:২৬৪৭)

৬. তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি

আখলাক পরিশুদ্ধ করার উত্তম ও সহজ পন্থা হলো আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত অবলম্বন করা।নির্জনে বসে মোরাকাবা করা চিল্লা লাগানো ও মুজাহাদা করা তাসাউফের উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য অর্জনের পথ।

আল্লাহ তাআলা বলেন ,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۪ۙ

“সে’ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে।”-(৯১.সুরা শামস:০৯)
আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতে শোকর, অনাকাঙ্খিত ঘটনায় সবর, আল্লাহর উপর ভরসা অথাৎ তাওয়াক্কুল। বিনয় অবলম্বন তথা তাওয়াজু, ইখলাস ইত্যাদি গুণসমূহ হলো ফাযায়েল ও আখলাকে ফাযেলা। এগুলো অর্জন করা ওয়াজিব। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট না থাকা, ভাগ্যের বিরূদ্ধে অভিযোগ করা, অহংকার, রিয়া, হিংসা বিদ্বেষ হলো আত্মার মন্দ দিক যা হারাম ও নাজায়েয। এ গুলোকে বলে 'রাযেল' বা ‘আখলাকে রাযেলা’। তাসাউফের মধ্যে রাযায়েলকে দমন করে ফাযায়েল অর্জন করা তাজকিয়া।এটাই তাসাউফের মূল লক্ষ্য। বিনয় উঁচু স্তরের একটি গুণ। আরেকটি বিষয় হলো অন্যের সামনে নিজেকে লাঞ্চিত করা এটা হারাম। আল্লাহ তায়ালা নিজের সম্মান ওয়াজিব করেছেন। নিজেকে লঞ্চিত করা উচিত না। বিনয় আর অপমানের পার্থক্য বোঝা আবশ্যক।

ভাল করে শুনে নাও নিঃসন্দেহে দেহের মধ্যে   একটি মাংসপিণ্ড আছে তা ঠিক হলে পুরো দেহ ঠিক হয়ে যায় আর তা খারাপ হলে পুরো দেহ খারাপ হয়ে যায়। খুব ভালো করে শুনো: সেই মাংসপিণ্ডটি হলো আত্মা।-(সহিহ বুখারী:৫২; সহিহ মুসলিম:১৫৯৯)
অর্থাৎ অন্তরে যেসব আবেগ উদ্দিপনা ও কামনা বাসনা সৃষ্টি হয় তা যদি সঠিক না হয়, তাহলে মানুষের পুরের জীবন নষ্ট হয়ে যায়।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "প্রকৃতি মুজাহিদ সে, যে নিজের নফসের মাথে জিহাদ করে

المجاهد من جاهد نفسه...

[সুনানে তিরমিযী: ১৫৪৬; মুসনাদে আহমদ: ২২৮৩৩]

রণাঙ্গপে শত্রুর সাথে লড়াই করা জিহাদ। কিন্তু প্রকৃত মুজাহিদ নিজের নফসের কামনা বাসনা চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মশুদ্ধির দিকে আল্লাহর পথে অগ্রসর হয়। যারা মেহনত মুজাহাদা

করে পরিবেশ, সমাজ, প্রস্থা শয়তান ও কামনা বাসনার চাহিদা ত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালার বিধানমতো চলতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পৌছাব।"-(সুরা আনকাবুত:৬৯)

"শয়তান যখন জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয় তখন দুআ করে, "হে আল্লাহ আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন। অবকাশ দিলে সে বলে, "আমি এই বান্দাদের কাছে তাদের ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে ,সামনের দিক থেকে এবং পেছনের দিক থেকে যাব এবং চতুর্দিকে আক্রমণ করব।-(আরাফ:১৭)
এখানে শয়তান চারদিকের কথা বলেছে।উপর নিচের কথা বলেনি। উপরের দিকে দৃষ্টি দিলে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে তাই নিচের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলা নিরাপদ।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُ

মু'মিনদেরকে বলঃ তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। -(২৪.সুরা নূর:৩০)
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,
" মানুষের চোখ ইবলিশের তীরসমূহের মধ্য থেকে একটি বিষাক্ত তীর।-(কানযুল উম্মাল:খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৮১)

অর্থাৎ শয়তান মানুষকে চোখের মাধ্যমে ভুল পথে পরিচালিত করে। দৃষ্টিকে নিষিদ্ধ জায়গায় ফেলতে চায়। এর ফলে মানুষের অন্তরে কুচিন্তা জন্ম হয়। অবৈধ প্রেরণা সৃষ্টি তোহয়। যার ফলে পরিশেষে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়।

সুফিয়ায়ে কেরামের নিকট ৪টি জিনিসের মুজাহাদা বিখ্যাত।

১. খানা কম খাওয়া
২. কথা কম বলা
৩. কম ঘুমানো
৪. মানুষের সঙ্গে কম মেলামেশা করা।

৭.মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন

Qaf ৫০:১৮

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْد ٌ

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত।

- -(৫০.সুরা কাফ:১৮)

কথা বলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أربع من كن فيه كَانَ مُنَافِقًا خالصا ومن كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ منهن كانت فيه خصلة من النفاق حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عاهد غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি দিক বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে: (১) যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, (৩) যখন সে চুক্তি বা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন সে ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীল কথা বলে।"-(সহিহ বুখারী:১/২১,৩/১১৬০; সহিহ মুসলিম:১/৭৮

সার্টিফিকেট, সাক্ষ্য প্রদান চারিত্রিক সনদ, সুপারিশ এমনকি শিশুদের সাথে কথা বলা এবং রসিকতা করে ও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকতুল্য অপরাধ।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۙ
মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা কথা পরিহার কর-(২২সুরা হজ্জ:১৮)

গিবত প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।-(৪৯সুরা হুজুরাত:১৩)

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

نَا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هُؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

'মিরাজের রাতে আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদে নখগুলো তামার, তা দিয়ে তারা তাদের চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছে। আ জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেই লোক, যারা নরমাংস খেত, তাদের মান-সম্মানের উপর আঘাত করত আ পেছনে বদনাম করত।-(আবু দাউদ:৪২৩৫;আহমদ:১২৮৬১)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الغيبة اشد من الزنا

গীবত ব্যাভিচার অপেক্ষাও গুরুতর-(শুআবুল ঈমান ৫খ, ৩০৬:৬৭৪১

কানজুল উম্মাল ৩খ.৫৮৬ পৃষ্ঠা নং ৮০২৬)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মানুষকে অধঃ মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে সর্বাপেক্ষ বেশি যে জিনিস, তা তার জিহ্বা

(তিরমিযী:২৫৪১,ইবনে মাজাহ: ৩৯৬৩
আহমদ: ২১০০৮)

অর্থব্যয় কিভাবে করতে সে সম্পর্কে ও শরীআতে নির্দেশনা রয়েছে।

কৃপণতার বিপরীত স্বভাব হল অপব্যয়। কৃপণতা বলতে বোঝায় প্রয়োজন স্থানে ব্যয় না করা। আর অপ্রয়োজনীয় ব্যয়কে বলা হয় অপব্যয়। আরবীতে 'ইসরাফ'। উভয়টিই নাজায়েয। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ বান্দাদের পরিচয় দান করতে গিয়ে বলেন,

والدين إذا انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

'দয়াময় আল্লাহর বান্দা তারা, যারা অর্থব্যয় কালে অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। উভয়ের মাঝামাঝি হল মিতাচারের পন্থা।-(সুরা ফুরকান:৬৭)

৮.উত্তম চরিত্র

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَۙ ۝
الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ ۝
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَۙ ۝
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ ۝
اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ ۝

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ ۝

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَۙ ۝

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ ۝

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ ۝
الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

১)অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে

২)যারা নিজদের সালাতে বিনয়ী

৩)আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ।

৪)আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়।

৫)আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী।

৬)তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না

৭)অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

৮)আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান।

৯)আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাযত করে।

১০)তারাই হবে ওয়ারিস।

১১)যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।-

(২৩.সুরা মুমিনুন০১-১১)

শরীয়তের দৃষ্টিতে আখলাক অন্তরের অবস্থার নাম। অন্তরে যেসব কামনা বাসনা, আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তার নাম হলো আখলাক। অন্তরে উত্তম আবেগ সৃষ্টি হওয়া হলো উত্তম

আখলাক আর অন্তরে মন্দ আবেগ উদ্দীপনা ও মন্দ কামনা বাসনা সৃষ্টি হওয়া হলো মন্দ চরিত্র। ‘তাওয়াজু’ আরবী ভাষার শব্দ। এর অর্থ হলো যেনিজেকে নিজে 'সাধারণ মনে করা, ছোট মনে করা। নিজেকে তুচ্ছ বলা বিনয় নয় বরং তুচ্ছজ্ঞান করা হলো বিনয়। যে ব্যক্তি বিনয়ের গুণ লাভ করে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উঁচু মর্যাদা দান করেন। বিনয়ের বিপরীত অহংকার। আর অহংকার হলো সমস্ত গুণাহের মূল।অহংকার থেকে ক্রোধ হিংসা, বিদ্বেষ, অন্যের গীবত, অন্যকে মনোকষ্ট দেওয়া প্রভৃতি আত্মিক রোগ তথা মন্দ চরিত্রের সৃষ্টি হয়। একজন মুমিনকে বিনয়ের গুণ অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী।

তওবা মূলত তিনটি জিনিসের সমন্বয়

১.যে ভুল বা গুণাহ করেছে তার জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত ,অনুশোচিত হওয়া।

২.যে গুণাহ হয়েছে অবিলম্বে তা ছেড়ে দেওয়া

৩.ভবিষ্যতে ঐ গুণাহ না করার পরিপূর্ণ সংকল্প করা।

হাদীস শরীফে এসেছে,

التايب من الأذنب كمن لا ذنب له

"যে ব্যক্তি গুণাহ থেকে তওবা করল, সে এমন হয়ে গেল যেন সে গুণাহই করেনি।-(ইবনে মাজাহ: ৪২৪০)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَدَعُ النَّاسُ مِنَ الشر

মানুষদেরকে নিজের অনিষ্ট হতে রক্ষা করো

[সহিহ বুখারি:২৩৩৪; সহিহ মুসলিম:৩৫০১সুনানে তিরমিযী:১৪০৪;সুনানে নাসাঈ:৩০৫৪]

মানুষচ্ছে নিজের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলে নিজে গুনাহ ও আযাব হতে বাঁচা যায়। এটা নিজের উপর সাদাকা।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পরস্পরকে হাদিয়া দেওয়া সুন্নত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

تهَا دَوا تَهبُوا

পরস্পর হাদিয়া ডাআদান-প্রদান করো, তাহলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা জন্মাবে।-(মুওয়াত্তায়ে মালেক:১৪১৩)

ভালো, মন্দ, পেরেশানি সর্বাবস্থায় দরুদ পাঠ কল্যাণকর।কেউ দরুদ পাঠ করলে একদল ফেরেশতা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পৌঁছে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য হাদিয়া স্বরুপ দুআ করেন। আল্লাহ তায়ালা সেই ওছিলায় বান্দার কাজ সহজ করে দেন।

যে খাঁটি অন্তরে পবিত্রতার জীবন কিংবা আল্লাহ ছাড়া কারো অমুখাপেক্ষিতার জীবন কামনা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে তা দান কারেন,

যে ব্যক্তি পবিত্রতা চায় আল্লাহ তায়ালা তাকে পবিত্রতা দান করেন। এবং যে ভক্তি আল্লাহ অয়ালার কাছে চায় যে আমি যেন কারও মুখাপেক্ষি না হই আল্লাহ তায়ালা তাকে অমুপেক্ষিতা দান করেন।-(বুখারি:১৩৩৮;

মুসনাদে আহমদ ১৫০২৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন,

"চারটি গুণ তোমার মধ্যে থাকলে দুনিয়ার আর কোনো নেয়ামত না পেলে ও তোমার জন্য দুঃশ্চিন্তা করা উচিত না। আমানতের হেফাজত করা। সত্য কথা বলা। উত্তম আখলাক অবলম্বন করা খাবার পবিত্র হওয়া।

০৯.ইসলামী জীবনের কল্যাণময় আদব

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَي عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا غُلَامُ سَمِ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

হযরত 'আমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ছিলাম বালক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে (পরিবারে) প্রতিপালিত হচ্ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করত। সুতরাং একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, "হে খোকা! আল্লাহর নাম নিয়ে খাও। ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছ থেকে খাও।"
-(বুখারী:৪৯৫৭; মুসলিম:৩৭৬৭ ইবনে মাজাহ:৩২৫৮)

উপরের হাদীছে খানা খাওয়ার তিনটি আদব শেখানো হয়েছে।
১) আল্লাহ তায়ালার নাম
অর্থাৎ بسم الله বলে খাওয়া শুরু করা
০২.ডান হাতে খাওয়া

০৩.পাত্রের নিজের দিক হতে খাবার খাওয়া بسم الله বলকে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই

بسم الله اوله واخره

আল্লাহর নামে খাচ্ছি শুরুতে ও শেষে ও
-(আবু দাউদ: ৩৭৬৭)
খাবার খাওয়ার পর খাবারের প্রশংসার পাশাপাশি খাবার প্রস্তুতকারীর ও প্রশংসা করা উচিত,যাতে আল্লাহ তায়ালার শোকর ও আদায় হয়ে যায় এবং আল্লাহর বান্দার ও মনোতুষ্টি হয়ে যায়।
হেলান দিয়ে খাওয়া সুন্নতের খেলাফ

عن أَنَا جُحَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَكُلُ مُتَّكِنا

'হযরত আবূ জুহায়ফা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি হেলান দেওয়া অবস্থায় আহার করি না।'-(বুখারী: ৪৯৭৯ ;তিরমিযী:৩৯৫৩;আবু দাউদ:৩২৭৭
ইবন মাজাহ:৩২৫৩, আহমাদ:১৮০০৫)

অপর এক হাদীছে হযরত আনাস (রাযি.) বলেন-

رَئَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাঁটু খাড়া রেখে বসা অবস্থায় খেজুর খেতে দেখেছি।-(মুসলিম:৩৮০৭। আবু দাউদ:৩২৭৯)

সে নিচে বসে খাওয়া সুন্নত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২ টি কারণে নিচে বসে খেতেন।
১. সাধারণ জীবনাচরণ । তাছাড়া তখন চেয়ার- টেবিলে খাওয়ার প্রচলন ছিলো না।

২. নিচে বসে খেলে বিনয় প্রকাশ পায় এবং খাদ্যের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়।

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া জায়েয তবে সামনের দিকে বসে ঝুঁকে খেতে হবে।

খাট চৌকিতে বসে খাওয়া ও জায়েয।সবচে' ভালো নিচে বসে খাওয়া সুন্নতের নিস্টবর্তী হওয়ার জন্য।

খাবার খাওয়ার সময় কথা বলা জায়েয। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলেছেন বলে প্রমাণিত আছে।

খাওয়ার পরে হাত মোছা

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

'হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাস সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন খানা। তখন সে তার আংগুল নিজে না চাটা পর্যন্ত বা অন্যের দ্বারা না চাটানো মুছবে না।' -(বুখারি:৫০৩৫, মুসলিম:৩৭৮৭, ইবনে মাজাহ:৩২৬০,আহমদ:২৫৪৭)

তিন আঙ্গুলে খাওয়া সুন্নত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তিন আঙ্গুলে খেতেন- বৃদ্ধাঙ্গুলী, শাহাদাত ও মধ্যমা।

তিন আঙ্গুলেলে ধরাল লোকমা ছোট হয়। ছোট লোকমা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। খাবার সহজে হজম হয়। তাছাড়া ছোট ছোট লোকমা অল্পে তুষ্টির পরিচায়ক।

আঙ্গুল চাটার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালাম প্রথমে মধ্যমা তারপর শাহাদাত এবং পরে বৃদ্ধাঙ্গুলি চাটতেন।

প্লেট চেটে খাওয়া

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بلعق

الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَي طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ

'হযরত জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংগুল ও প্লেট চাটতে আদেশ করেছেন। এবং তিনি বলেন, তোমরা জান না তোমাদের কোন খাবারে বরকত থাকে।-(মুসলিম:২০৩৩,তিরমিযী:১৮০৩)

পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাওয়া উচিত

عن جابررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ لقمة احادكم

فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا للشيطان ولا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ
حَتَّي يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طعامهم البركة

'হযরত জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের কারও লোকমা পড়ে যায়

সে যেন তা তুলে নেয় এবং ময়লা পরিষ্কার করে ফেলে এবং তারপর তা

খেয়ে ফেলে। তা যেন শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। আর আংগুল চেটে খাওয়া পর্যন্ত যেন রুমাল দিয়ে হাত না মোছে। কেননা সে জানে না তার কোন অংশে বরকত আছে।'- মুসলিম:৩৭৯৩,তিরমিযী:১৭১৫, ইবনে মাজাহ:৩২৬১,আহমদ:৪২৮৫

عن انس رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَسُ فِي الشراب ثلاثا يَعْنِي يَتَنَفَسُ خَارِجَ الْإِنَاءِا

'হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ হুল ওয়া সাল্লাম যে কোনও পানীয় তা পানি হোক বা শরবত, তিন শ্বাসে পান করতেন। - মুসলিম: ৩৭৮২,মুসনাদে আহমদ:১২৭৩০

বসে পানি পান করা সুন্নত

عَنْ أَنَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَهَي أَنْ يَشْرِبَ رجُلُ قَائِمًا

'হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।
* রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গৃহে প্রবেশ করতেন তখন নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন।

اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولحنا و بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا

* হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাই উত্তম প্রবেশ ও উত্তম নির্গমণ। আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামেই বের হয়েছিলাম এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম।”-(আবু দাউদ:৫৯৬)

আল্লাহ তা'আলা পোশাকের মূলনীতিসমূহ বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আল বলেন-

ٌيَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْر

'হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি পোশাক, য তোমার গোপন অংগ ঢেকে রাখে এবং যা তোমাদের শোভাও বটে। আর তাকওয়ার পোশাকই তোমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম।-(৫৮. আ'রাফ: ২৬)

তিন অবস্থায় পোশাকের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।

১.পোশাক যদি ছোট হয় অর্থাৎ সতর ভালোভাবে না ঢাকে

২.পোশাক যদি অতিরিক্ত পাতলা হয়

৩.পোশাক যদি অতিরিক্ত আঁটসাঁট হয়। দৈহিক কাঠামো বোঝা যায়।

সাদা পোশাক উত্তম

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البَسْم

مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাদা রংয়ের কাপড় পরবে। কেননা পুরুষদের জন্য সাদা পোশাকই সর্বোত্তম। আর মৃতদের কাফনও সাদা কাপড়ে দেবে।'-(তিরমিযী:৯১৫, আবু দাউদ:৩৩৮, আহমদ:২১০৯)

জামার হাতা কতটুক লম্বা হবে

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ كُم يَد قَمِيصِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ

'হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার হাতা ছিল কবজি পর্যন্ত।-(তিরমিযী:১৬৮৭,আবু দাউদ:৩৫০৯)এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, পুরুষদের জামার হাতা কবজি পর্যন্ত রাখা সুন্নত, যদিও এরচে খাটো রাখাও জায়েয। কিন্তু

নারীদের জন্য কবজির উপর অংশ খোলা রাখা জায়েয নয়। কেননা তাদের পূর্ণ বাহু সতরের অংশ। তা খোলা রাখা জায়েয নয়।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ عِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيفِ وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ وَافْشَاءِ السَّلَامِ وَابْرَاءِ الْمُقْسِمِ

হযরত বারা ইবন 'আযিব (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন সাতটি বিষয়ে- রোগী দেখতে যাওয়া, জানাযার অনুগামী হওয়া, হাঁচিদাতার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মজলুমকে সাহায্য করা, সালামের প্রসার ঘটানো, ও কসমকারীকে তার কসম রক্ষায়।-(বুখারী:৫৭৬৬, আহমদ: ১৭৭৭)
'ইয়াদাত' তথা রোগীর খোঁজ খবর নেওয়া এক ইবাদত।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ لَمْ يَزَالُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعُ

"কোন মুসলিম যখন তার মুসলিম ভাইয়ের 'ইয়াদাতে যায়, তখন সে জান্নাতের বাগিচায় অবস্থান করে, যতক্ষণ না ফিরে আসে।" -(মুসলিম:৪৬৫৯;তিরমিযী:৮৯,আহমদ:২১৩৭৩)
অপর এক হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ما مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف ملك

حتى يمسى وَان عَادَه عَشِيَّةَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الفُ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيف فى الْجَنَّة

যে-কোনও মুসলিম সকাল বেলা কোনও মুসলিমকে 'ইয়াদাত' করতে যায় তার জন্য সন্ধা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশতা মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে। আবার যদি সন্ধা বেলায় 'ইয়াদাত করতে যায়, সত্তর হাজার ফিরিশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান স্থির হয়ে যায়। -(তিরমিযী:৮৯১, আবু দাউদ :২৬৯৪, আহমদ:৯২৮)

জানাযার পেছনে চলার ফযীলত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার অনুগমন করার অনেক বড় ফযীলতের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেন। এক হাদীছে ইরশাদ করেন-

مَنْ هَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ وَاجَاتِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

'যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে জানাযার নামায আদায় হওয়া পর্যন্ত থাকে, সে এক কীরাত পরিমাণ ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যাক্তি জানাযা উপস্থিত হয়ে দাফন পর্যন্ত থাকে, সে দুই কীরাত পরিমাণ ছওয়াব পাবে জিজ্ঞাস করা হল দুই কীরাত কী? তিনি বললেন, বিরাট দুই পাহাড়ের সমান।-(বুখারী:১২৪০, মুসলিম:১৫৭০,নাসাঈ:১৯৬৮)

সালাম দেয়া সুন্নত কিন্তু সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

আর যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তাই দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ হিসাব গ্রহণকারী।-(৪.সুরা নিসা:৮৬)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম বহুবচন শব্দে শিখিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের মতে, একজনকে সালাম দিলেও সাথের কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাগণ এখানে উদ্দেশ্য থাকেন। সালাম দেওয়ার সময় মনে মনে মাসুম ফিরিশতাদেরকে ও সালাম দেওয়ার নিয়ত থাকা। লিখিত সালামের উত্তর দেয়া ও ওয়াজিব ক্ষেত্রবিশেষে মুস্তাহাব। অন্যের মাধ্যমে পাঠানো সালামের উত্তর -عليهم وعليكم السلام বলা।আর অমুসলিম যদি আসসালামু আলাইকুম বলে উত্তরে কেবল ‘ওয়া আলাইকুম’ বলা এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভ ও ঈমান আনার দুআ করা।

ঘুমানোর আদব

হযরত বারা ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, |

قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصلوة ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি যখন শয্যায় যাবে, তখন ওযু করবে, নামাযের ওযুর মত, তারপর তোমার পার্শ্বদেশে ভর করে শুয়ে পড়বে। -((বুখারী:২৩৯, আবু দাউদ:১২৫৬৭)
এর। তবে ইনশাআল্লাহ সোজা জান্নাতে ইচ্ছায় তোমার জান্নাতে যাওয়াানা পথে কোনও বানা থামবে না।

ঘুমের দু'আ

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيِي وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“হযরত হুযায়ফা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, নিজ গালের নিচে হাত রাখতেন, তারপর বলতেন, اَللَّهُمَّ بِاِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيِى 'হে আল্লাহ! আপনারা নামে মরছি ও আপনার নামেই জীবন লাভ করছি। আর যখন জাগ্রত হবে বলবে ,সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের জীবন দান করেছেন আমাদের মৃত্যু ঘটানোর পর।আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।”-(বুখারী, : ৫৮৫০; তিরমিযী:৩৩৩৯; আহমাদ:২০৪০)

উপুড় হয়ে শোওয়া ভালো নয়

عَنْ يَعِيْشَ بْنِ طِخْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبِي بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذْ رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'হযরত ইয়া'ইশ ইবন তিখফা গিফারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে তাঁর নিজ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, একদা আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শোওয়া ছিলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি তার পা দিয়ে আমাকে নাড়া দিচ্ছে। তিনি বললেন, এটা এমন শয়ন। যা আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। একথা শুনে আমি চোখ খুলে তাকালাম, দেখলাম তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। -(আবু দাউদ:৪৩৮৩,আহমদ:১৪৯৯৩)
অন্যকে কষ্ট না দেয়া প্রসঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত দ্বারা মুসলিমগণ কষ্ট না পায়। "-(বুখারী :০৯, মুসলিম:৫৮,তিরমিযী:২৫৫১,নাসাঈ:৪৯১০,আবু দাউদ:২১২২)

একজন মুসলিমের সাথে কষ্টদায়ক আচরণ কঠিন গুনাহ এবং সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

উচ্চস্বরে কথা বলা পছন্দনীয় নয়

যে-কোনও মানুষের সাথেই উচ্চস্বরে কথা বলা পছন্দনীয় নয় । কুরআন মাজীদে তার নিন্দা জানানো হয়েছে। সূরা লুকমানে ইরশাদ-
والقصيد في مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“নিজ চলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ আওয়াজকে সংযত কর।
নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতম আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।”-(সুরা লুকমান:১৬০)

আল্লাহ তায়ালার নিআমতকে প্রকাশ করা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

‘আল্লাহ তা’আলা বান্দাকে যে নি’আমত দিয়েছেন সেই নিআমত বান্দার উপর দৃষ্টিগোচর হোক এটা আল্লাহ পসন্দ করেন’-(তিরমিযী:২৭৪৪,আহমদ:৭৭৫৯)
কাউকে অর্থ সম্পদ থাকলে নি:স্ব দরিদ্রের বেশ অবলম্বন করা,পুরনো ময়লা কাপড় পরা হলো নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা।বরং ভালো পোশাক পরিধান করা, পরিপাটি থাকা হলো নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা।
আলেমের ইলম প্রকাশ করা ও কৃতজ্ঞতা। Noমানবসেবায় ইলমকে ব্যবহার করা এক প্রকার শোকর। কারও সৃজনশীল প্রতিভা থাকলে তা বিকশিত করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সব বান্দাকেই কোন কোন নিআমত -অর্থ,ইলম,প্রতিভা দিয়েছেন।এসব নিয়ামতের সদ্ব্যবহার মাধ্যমে নিজের ও অন্যের কল্যাণসাধনই হলো রব্বে কারীমের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

১০.দৈনন্দিন কাজে প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)প্রিয় দুআ ও আমল

وإذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

'আর যখন তোমার নিকট আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তো আমি নিকটেই। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে।"-

(সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৬)

চাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার প্রিয়ভাজন হওয়া যায়।

من لم يسأل الله يغضب عليه

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট চায় না, প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, ক্রুদ্ধ হন।’-(জামে তিরমিযী:৩৩৭৩, ইবনে মাজাহ:৩৮২৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل

'আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আমল ওই আমল, যা নিয়মিত আদায় হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।-(সহিহ বুখারী:৬৪৬৫, সহিহ মুসলিম:১৮৬৬)

ওযু দ্বারা গুনাহ ধুয়ে যায়

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন বান্দা ওযু করে এবং চেহারা ধৌত করে, তখন চেহারার সকল গুনাহ ঘুয়ে যায়। যখন ডান হাত ধৌত করে তখন ডান হাতের সকল গুনাহ ধুয়ে যায়। যখন বাম হাত ধৌত করে তখন বাম হাতের সকল গুনাহ ধুয়ে যায়। এভাবে যেই যেই অঙ্গ সে ধৌত করতে থাকে সেই সেই অঙ্গের ছগীরা গুনাহসমূহ ধুয়ে যেতে থাকে, সেগুলো মাফ হয়ে যেতে থাকে।- (সহীহ মুসলিম: ৬০০,জামে তিরমিযী:০২,মুসনাদে আহমাদ (মুসনাদে আবী হুরায়রা রাযি): ৮০০৭, মুয়াত্তা মালিক:৬১)

ওযুকালীন দুআ

ধ্যান-জ্ঞানের সাথে আদব ও সুন্নাহ বজায় রেখে কেবলামুখী হয়ে বসে প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধীরস্থির ভাবে ধৌত করা এবং ওযুর যে সকল মাসনুন দুআ আছে, তা করা ।যেমন এই দুআ পাঠ করা-

اللهم الغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني

"হে আল্লাহ, আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার গৃহ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার রিযিকে বরকত দাও।"

-(জামে তিরমিযী:৩৫০০; মুসনাদে আহমাদ (মুসনাদুল-মাদানিয়্যীন):১৬৬৫০)

এবং কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।-(জামে তিরমিযী: ৫৫; সুনানে নাসাঈ: ১৪৮; ইবনে মাজাহ: ৪৬৯; সুনানে আবূ দাউদ:১৬৯)

আর ওযু শেষে এই দুআ পাঠ করবে-

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

'হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।'-জামে তিরমিযী:৫৫

হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রীতি বর্ণিত আছে,

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى

'যখন তাঁর সামনে দুশ্চিন্তার কোনো বিষয় উপস্থিত হতো, তখন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।'-(সুনানে আবু দাউদ:১৩২১;মুসনাদে আহমদ(মুসনাদে হুযাযফা ইবনুল ইয়ামান)রাযি.:২৩৩৪৭)

সালাতুল হাজত আদায় করে সমস্যা থেকে উত্তরণের দুআ করতেন। সালাতুত হাজত আদায়ের বিশেষ কোন পদ্ধতি নেই। অন্যান্য সালাতের মতো মনে মনে নিয়ত করা,আমি

সালাতুল হাজতের দুই রাকাত আদায় করছি।এরপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে দরুদ পাঠ করে নিচের দুআ পড়ে যে প্রয়োজন ও চাহিদা আল্লাহর দরবারে পেশ করার ইচ্ছা তা নিজের ভাষায় পেশ করা।আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা দুআ কবুল করবেন এবং মনস্কামনা, প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করবেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ

سبحان اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ العَظيم

'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, যিনি মহান আরশের মালিক।'

الحمد لله رَبِّ الْعَالَمِينَ

'সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।'

প্রথমে প্রশংসামূলক বাক্য দু'টি বলা অতঃপর এই শব্দাবলি দিয়ে দুআ করা

اسألك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি ওই সকল বিষয় যা আপনার রহমত প্রাপ্তিকে অবধারিত করে।'

وَعَزَائِم مَغْفِرَتك

*এবং প্রার্থনা করছি আপনার দৃঢ় ক্ষমা।'

وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ

'এবং প্রার্থনা করছি সর্বপ্রকার পুণ্যকর্মের অংশ।'

والسلامة من كل إثم

'এবং প্রার্থনা করছি প্রতিটি গুনাহ হতে সুরক্ষিত থাকার।'

لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ

'আমার কোনো গুনাহকে ক্ষমা না করে ছাড়বেন না।' অর্থাৎ আমার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিন।

ولا هما إلا فرجته

'কোনো কষ্টকে দূরীভূত না করে ছাড়বেন না।"

ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين

'আর কোনো প্রয়োজন, যা আপনার মর্জি মোতাবেক হয়, পূরণ না করে। ছাড়বেন না হে সর্বোচ্চ দয়াময়।'

সব রকমের প্রয়োজনেই সালাতুল হাজত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار

'যে ব্যক্তি ইস্তিখারা করে সে কখনো বিফল হয় না এবং যে পরামর্শ করে সে কখনো লজ্জিত হয় না'-(মাজমাউয-যাওয়ায়েদ:৩৬৭০-১৩১৫৭;কানযুল উম্মাল:২১৫৩২,আল মুজামুল আওসাত:৬৬২৭)

কোন বিষয়ে কল্যাণ/অকল্যাণ সিদ্ধান্ত হীনতায় পড়লে ইস্তিখারার নিয়তে দুই রাকাত সালাত আদায় করা। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শেখানো নিম্নোক্ত দুআ করা।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِن قصير العَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ اللَّهُم إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي

وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলম ও জ্ঞানের দোহাই দিয়ে আপনার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আপনার কুদরতের দোহাই দিয়ে আপনার

নিকট (কল্যাণ অর্জনের) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নিকট আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনি কুদরতের অধিকারী আর আমি কোনো কুদরত ও শক্তি রাখি না। আপনি জ্ঞানের অধিকারী আর আমার কোনো জ্ঞান নেই। আপনি তো আল্লামুল গুয়ুব, সকল গায়েব সম্পর্কে সম্যক অবগত। (অর্থাৎ আমার কাঙ্খিত বিষয়টি আমার জন্য কল্যাণকর কিনা আপনিই জানেন, আমি জানি না। হে আল্লাহ যদি আপনি জানেন এ বিষয়টি আমার জন্য আমার দ্বীনের দিক থেকে, আমার দুনিয়ার দিক থেকে এবং পরিণামের দিক থেকে কল্যাণকর, তাহলে আপনি তা আমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে দিন এবং বিষয়টিকে আমার জন্য সহজ করে দিন।। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন। পক্ষান্তরে যদি আপনার ইলমে থাকে যে, বিষয়টি আমার দ্বীন-দুনিয়া ও আমার পরিণামের দিক থেকে আমার জন্য অনিষ্টকর, তাহলে বিষয়টি আমার থেকে সরিয়ে রাখুন ,আমাকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে দিন এবং আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ দিন, তা সে কল্যাণ যেখানেই থাকুক। অতঃপর তাতেই যেন আমি পরিতৃপ্ত থাকতে পারি সেই তাওফীক দান করুন "
-(সহীহ বুখারী:১১৬৬,৬৩৮২; জামে তিরমিযী: ৪৮০,সুনানে আবু দাউদ: ১৫৪০; সুনানে নাসাঈ: ৩২৫৩;ইবনে মাজাহ :১৩৮৩)

অনেক সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে সময় সুযোগ না থাকলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শেখানো নিম্নোক্ত দুআ পড়া যায়।

সংক্ষিপ্ত দুআ পাঠ

اللهم خرلي واخترلي

"হে আল্লাহ, আমাকে কল্যাণ দান করুন এবং আমার জন্য নির্বাচন করে দিন (কোনটি আমার গ্রহণ করা উচিত)"-(জামে তিরমিযী:৩৫১৬,কানযুল উম্মাল:১৭১৪৮,১৮০৫৩

আরও একটি দুআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। সেটি এই-

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدُدنِي

"হে আল্লাহ, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন এবং সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন ।"-সহিহ মুসলিম:৭০৮৬,মুসনাদে আহমদ(মুসনাদে আলী রাযি.)-১৩২০
আরও একটি মাসনূন দুআ আছে। তা এই-

اللَّهُمَّ الْهِمْنِي رُشْدِي

'হে আল্লাহ, কোনটি সঠিক পথ তা আমার অন্তরকে জানিয়ে দিন।
এই সংক্ষিপ্ত দুআসমূহের মধ্য হতে যেটি স্মরণে আসে পড়ে নেওয়া। যদি আরবী দুআ স্মরণে না থাকে, তবে নিজের ভাষায় দুআ করা যে, হে আল্লাহ, আমি দ্বিধান্বিত। আমাকে সঠিক পথ অবলম্বনের তাওফীক দিন। যদি মুখে বলা সম্ভব না হয়, তাহলে মনে মনে আল্লাহর নিকট আবেদন পেশ করা যে, হে আল্লাহ, আমি এই সমস্যার সম্মুখীন আমাকে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার তাওফীক দিন, যে পথটি আপনার সন্তুষ্টির পথ হবে এবং আমার জন্য কল্যাণকর হবে।

মাশওয়ারা অর্থাৎ পরামর্শ নিয়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করে বলেছেন-

وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

'তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয় পরামর্শক্রমে।"-(৪২.সুরা শূরা:৩৮)
আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দান

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

'এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন'-
(৩.সুরা আলে ইমরান:১৫৯)

পরামর্শ করতে হবে জ্ঞানী,আমানতদার,যোগ্য ব্যক্তির সাথে।বড়ত্ব সৃষ্টি হয় জ্ঞানের দ্বারা বয়সের দ্বারা নয়।

وإن تطع اكثر من فِي الأَرْضِ يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ الله

'যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তো আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।'
-(৩.সুরা আলে ইমরান:১১৬)

পরামর্শ সবসময় ওই ব্যক্তির সাথে করতে হবে যে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান রাখে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াশরুমে প্রবেশ করতে বাম পা পূর্বে প্রবেশ করানো আর বাহির হতে ডান পা বের করা সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন।
ওয়াশরুমে প্রবেশের দুআ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

'হে আল্লাহ, আমি খারাপ পুরুষ মাখলুকাত ও খারাপ নারী মাখলুকা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।
-(সহিহ বুখারি ১৪২,সহিহ মুসলিম:৮৫৭,সুনানে নাসাঈ:১৯,ইবনে মাজাহ:২৯৬,জামে তিরমিযী:০৫,সুনানে আবু দাউদ:০৫)

ওয়াশ রুম হতে বের হওয়ার দুআ:

عفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني 'হে “আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর, যিনি আমার থেকে অপবিত্র বস্তু দূরীভূত হয় করেছেন এবং আমাকে নিরাপদ করে দিয়েছেন।”
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিনজা সম্পন্ন করে যখন বের হতেন, কখনো কখনো শুধুغفرانكপাঠ করতেন।
-(জামে তিরমিযী:০৭,সুনানে আবু দাউদ: ৩০,ইবনে মাজাহ:৩০০)

ওযুর মাসনুন দুআ:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযুর সময় বেশি বেশি পাঠ করতেন-

اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي

“হে আল্লাহ আপনি আমার গুণাহ ক্ষমা করে দিন, আমার গৃহে প্রশস্ততা দান করুন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।”-(মুসনাদে আহমদ:১৬৬৫০,নাসাঈ আসসুনানুল কুবরা:৯৮২৮,মুসনাদে আবু ইয়ালা:৭২৭৩)

ওযুর সময়/পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করতেন,

اشهد أن لا إله إلا الله واشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُول. ُ
-(সহিহ মুসলিম:৫৭৬, জামে তিরমিযী ৫৫,সুনানে আবু দাউদ:১৬৯,ইবনে মাজাহ :৪১৯,৪৬৯)
ওযুর পরের দুআ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

'হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের একজন বানিয়ে দিন। -(জামে তিরমিযী:৫৫)

সকাল-সন্ধ্যার যিকির সংক্রান্ত সূন্নাহসমূহ:

সকাল-সন্ধ্যা মাসনুন আমল ও দোয়া

ফজর বাদ দোয়া

১. আল্লাহর রাসূল ফজরের সালাম ফিরিয়ে বলতেন,

اللهم إني أسألك علما نافِعًا، ورِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً متقبلاً
হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, উত্তম রিযিক, কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ১৯২৫)।

২. ফজরের পর তিনবার এই কালেমাগুলো পড়া

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه

'আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি (তাসবীহ পাঠ করছি) ও তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির পরিমাণসম, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পরিমাণসম, তাঁর আরশের ওযনসম, তাঁর সমস্ত বাক্য লেখার কালিসম (মুসলিম, হাদিস নং: ১৫০৩)।'

৩. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়া

رضيت بالله ربا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

'যে ব্যক্তি সকালে বলবে, আমি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি, ইসলামকে দীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হযেছি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নবীরূপে পেযে সন্তুষ্ট হয়েছি।

আমি তার যিম্মাদার হয়ে যাবো। হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত থামবো না (তাবারানী, মুজামে কাবীর, হাদীস নং: ১৭৫৯৪)।

৪. তাসবীহ-তাহমীদ

সকাল-সন্ধ্যায় একশবার করে পড়া

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

'আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'- (বুখারী ৬০৪২)।

৫. নিশ্চিত সুরক্ষা

১. প্রতি সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বো,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ 'কালিমাসমূহ (বাক্য)-এর মাধ্যমে সৃষ্টিজীবের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।- (মুসলিম: ২৭০৯)

২. অপরিচিত কোথাও গেলে, নতুন ঘরে উঠলে, উন্মুক্ত-অরক্ষিত স্থানে অবস্থানকালে, বনে-বাদাড়ে যেতে হলে, রাতে নতুন কোথাও গাড়ি থেকে নামলে দুআখানা পড়ে নেয়া ।-(মুসলিম, হাদিস নং: ২৭০৮)

৬. আল্লাহর নিরাপত্তা

সকাল-সন্ধ্যায় সাতবার করে পড়বো,

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি। আর তিনি মহান আরশের রব (হিসনুল মুসলিম)।'

৭. তিন কুল

সকাল ও সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস তিনবার ও সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিনবার করে পড়ে নেওয়া।-(তিরমিযী: ৩৫৭৫)
৮. জান্নাতের টিকেট

সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়েদুল একবার করে ইস্তেগফার পড়বো,

اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّي لا إله إلا أنتَ، خَلَقْتَني وأنا عبدُك، وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ

'হে আল্লাহ, আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার প্রতি কৃত ওয়াদা রক্ষার চেষ্টা করছি। আপনাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির অধীনে থাকার চেষ্টা করছি। আমার মন্দকর্মের ব্যাপারে আপনার পানাহ চাই! আমার প্রতি আপনার নেয়ামতের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করছি। আমার পাপের কথাও স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারবে না।'-(বুখারি: ৬৩০৬)

৯. জাহান্নাম থেকে মুক্তি

সকাল-সন্ধ্যায় কারো সাথে কথা বলার আগে, সাতবার করে পড়া

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

'হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন -'(আবু দাউদ: ৫০৭৯)

১০. সকাল-সন্ধ্যার মুনাজাত

সকাল-সন্ধ্যায় দুআটি পড়া। সকালে পড়া,

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشورُ

হে আল্লাহ! আপনার সাহায্যে আমি সকাল যাপন করি। আপনার সাহায্যে আমি সন্ধ্যা যাপন করি। আপনার সাহায্যে আমি জীবিত থাকি। আপনিই আমার মৃত্যু ঘটান। আপনার কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।'

সন্ধ্যায় পড়া,

اللهمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيا وبك نموت، وَإِلَيْكَ النَّشورُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

'আল্লাহুম্মা! আপনার সাহায্যে আমি সন্ধ্যা যাপন করি। আপনার সাহায্যে আমি সকাল যাপন করি। আপনার সাহায্যে আমি জীবিত থাকি। আপনিই আমার মৃত্যু ঘটান। আপনারই কাছে আমার পুনরুজ্জীবন। আপনার কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন ।-(তিরমিযী: ৩৩৯১)

১১. অনিষ্ট রোধে

সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়া

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمه شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'আল্লাহর নামে (দিবস বা রজনি) শুরু করছি। আল্লাহর নামে শুরু করলে, আসমান ও জমীনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।'- (তিরমিজী: ৩৩৮৮)

১২. কুফর দারিদ্র থেকে মুক্তি

১. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পর পড়তেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফরি, দারিদ্র্য ও কবরের আজাব থেকে মুক্তি চাই।'- (নাসাঈ: ৭৯০১)

২. এই দুআটিও সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়া

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي يَدَنِي اللهُم عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ

'হে আল্লাহ, আপনি আমার শরীরে সুস্থতা দান করুন। ইয়া আল্লাহ আপনি আমার শ্রবণশক্তিতে সুস্থতা দান করুন। ইয়া আল্লাহা আপনি আমার দৃষ্টিশক্তিতে সুস্থতা দান করুন। আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফর ও দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর পড়ার দু'আ সমূহ-

(১) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষে তিনবার ইস্তেগফার করতেন, তারপর এই দু'আ ১ বার পাঠ করতেন।

اللهم أنت السلام، وملك السلام، تباركت يَا ذا الْجَلالِ وَالْإِكْرَام

' হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী। (মুসনাদে আহমাদ :২২৩৬৫; মুসলিম:৫৯১)

تسبيح فاطمى অর্থাৎ

৩৩ বার, سُبْحَانَ الله

৩৩ বার الحمده

৩৪ বার الله أكبر
- (মুসলিম:৫৯৫)

৩) ১ বার ايعة الكرس

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। -(সুনানে কুবরা নাসাঈ হাদীস নং-৯৯২৮)

(৪) ১ বার

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك له له الملك وله الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدّ

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় রাজত্ব একমাত্র তাঁর। তারই জন্য সকল প্রশংসা তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, হে আল্লাহা আপনি যা দিতে চান তা কেহ রোধ করতে পারে না, আর আপনি যা রোধ করতে চান তা কেহ দিতে পারবে না
এবং কোন সম্পদশালীকে তার সম্পদ আপনার থেকে রক্ষা করতে পারে না।-
(বুখারী:৮০৪)

ফজর থেকে চাশত পর্যন্ত অজিফার থেকে বেশি ওজন:
উম্মত জননী হজরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় আমার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন আমি জায়নামাজে ছিলাম। তিনি চাশতের সময় আমার ঘরে ফিরে এলেন। তখনও আমি জায়নামাজে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জুওয়াইরিয়া! আমি যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এভাবেই ওজিফা আদায়ে মশগুল ছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার পরে চারটি বাক্য তিনবার বলেছি। যদি এগুলোকে ওজন করা হয় তবে তোমার কৃত সমস্ত ওজিফার চেয়ে এগুলোই বেশি ভারি হবে। আর তা হলো-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحمده عدد خلقه ورضا نفسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

[সহিহ মুসলিম শরিফ: ৭০৮৮]
একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্নেহধন্য শিষ্য মুআয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হাত ধরে বললেন, 'মুআয, তোমাকে আমি খুব খুউব ভালোবাসি!'

নবীজি শুধু 'উহিব্বুকা-তোমাকে ভালোবাসি' বলেন নি। বলেছেন, 'ইন্নি লাউহিব্বুকা-খুব খুউব ভালোবাসি।' তিনি প্রতিউত্তরে বললেন, 'আমিও আপনাকে ভালোবাসি হে আল্লাহর রাসূলা'

তারপর নবীজি তাকে একটা দুআ শিক্ষা দিলেন। বললেন, 'প্রত্যেক নামাজের পর এই দুআটা পড়তে ভুলবে না। তা হল,

اللهم أعني على ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আমার প্রভু, তোমাকে স্মরণ করার, তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করার ও সুন্দরভাবে তোমার ইবাদাত করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করো।

-(সুনানে আবু দাউদে :১৫৩২, সুনানে নাসায়ীতে :১৩০৩,মুসনাদে আহমাদে: ২২১১৯সনদ সহীহ)

১৩. সাক্ষ্য ও সুরক্ষা

সকাল-সন্ধ্যায় একবার করে পড়া

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكه، وأن اقترف على نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ

'হে আল্লাহা হে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, হে সব কিছুর রব ও মালিকা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্টতা থেকে ও তার শিরক বা তার ফাঁদ থেকে, আমার নিজের উপর কোনো অনিষ্ট করা, অথবা কোনো মুসলিমের দিকে তা টেনে নেওয়া থেকে।'- (তিরমিযী: ৩৩৯২)

১৪. সূরা হাশরের তিন আয়াত

প্রথমে তিনবার পড়বো,

ا عوذ بالله السبيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অভিশপ্ত শয়তান থেকে

তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়া- (তিরমিযী: ২৯২২),

هو الله الذي لا إله إلا هو علم الغيب والشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।'

هوَ اللهُ الَّذِي لَا إله إلا هو الملك القدوس السلمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا

يُشْرِكُون(٢٣) َ

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, সকলের রক্ষক, মহা ক্ষমতাবান, সকল দোষত্রুটি হতে সংশোধনকারী, গৌরবান্বিত, তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।'

هوَ اللهُ الخَالِقَ الْبَارِئُ الْمُصَوّر له الأسماء الحسنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم(٢۴ ُ

'তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা, সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ তাঁরই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তিনিই ক্ষমতাময়, হেকমতের মালিক (সূরা হাশর: ২২-২৪)।

১৫. সকাল সন্ধ্যার সুরক্ষা

সকাল-সন্ধ্যায় দুআটি একবার করে পড়বো। সকালে পড়বো,

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْم وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرَّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَر، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْ

'আমরা সকালে উপনীত হয়েছি। সমস্ত ক্ষমতাও আল্লাহর কুক্ষিগত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তার। প্রশংসাও তার। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার কাছে এ দিনের সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি। দিনের পরে যত কল্যাণ আছে, তাও কামনা করছি।
এই দিনের সমস্ত অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। দিনের পরে আসা সমস্ত অকল্যাণ থেকেও মুক্তি কামনা করছি। আমি অলসতা থেকে এবং কষ্টকর বার্ধক্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকেও পানাহ চাচ্ছি (মুসলিম: ২৭২৩)।'

১৬. বিজয় কামনা

সকাল-সন্ধ্যায় দুআটি একবার করে পড়া।
সকালে পড়া

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

'আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ্র জন্য। হে আল্লাহ, আপনার কাছে এই দিনটির কল্যাণ, এই দিনটির অবাধ জয়, এই দিনটির নুসরত-সাহায্য, এই দিনটির নূর, এই দিনটির বরকত এবং এই দিনটির হেদায়াত প্রার্থনা করছি। এই দিনের অনিষ্ট ও তার পরের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

সন্ধ্যায় পড়া

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الملك لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللهم إني أسألك خَيْر هذه الليلة : فتحها، وَنَصْرَهَا، وَنُوْرَهَا، وَبَرَكَتَهَا، وَهُدَاهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَه

'আমরা বিকেলে উপনীত হয়েছি। অনুরূপ যাবতীয় রাজস্বও বিকেলে উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্র জন্য। হে আল্লাহ, আপনার কাছে এই রাতটির কল্যাণ, এই রাতটির অবাধ জয়, এই রাতটির নুসরত-সাহায্য, এই রাতটির নূর, এই রাতটির বরকত এবং এই রাতটির হেদায়াত প্রার্থনা করছি। এই রাতটির অনিষ্ট ও তার পরের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি (আবূ দাউদ, হাদিস নং: ৫০৮৪)।'

১৭. শাহাদাহ

সকালে ও সন্ধ্যায় চারবার করে বলা। সকালে বলা,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أشهدك وأشهد حملة عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

'হে আল্লাহ! আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আপনাকে সাক্ষী রাখছি সাক্ষী রাখছি আপনার আরশ বহনকারীগণকে, আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার সকল সৃষ্টিকে, এ বিষয়ে যে, নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ সা. আপনার বান্দা ও রাসূল (আবূ দাউদ, হাদিস নং ৫০৬৯, হাসান)।

১৮. নেয়ামতের শোকর

সকাল-সন্ধ্যায় দুআটি পড়বো। সকালে পড়া,

اللهم مَا أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ أَو بِأَحَدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشّكْرُ

হে আল্লাহ! আজ যে নেয়ামত নিয়ে আমার সকাল হল অথবা আপনার অন্য কোনো সৃষ্টির সকালও যে নেয়ামত-অনুগ্রহ নিয়ে হল, এর সবই কেবল আপনারই দান। আপনার কোনো শরীক নেই। তাই সকল প্রশংসা শুধু আপনারই। সকল কৃতজ্ঞতাও আপনারই প্রাপ্য।

সন্ধ্যায় পড়া,

اللهُم مَا أَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّن خَلقك فمنك وحدك لا شريكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشّكْرُ

'হে আল্লাহ! আজ যে নেয়ামত নিয়ে আমার সন্ধ্যা হলো অথবা আপনার অন্য কোনো সৃষ্টির সন্ধ্যা যে নেয়ামত-অনুগ্রহ নিয়ে হলো, এর সবই কেবল আপনারই দান। আপনার কোনো শরীক নেই। তাই সকল প্রশংসা শুধু আপনারই। সকল কৃতজ্ঞতাও আপনারই প্রাপ্য (তারগীব তারহীব : ১/৩০৯, হাসান)।'

১৯. সুস্থতা কামনা

১. আল্লাহর রাসূল সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআ পড়তেন,

اللهمَّ إِنّي أَسْأَلُك العافية في الدنيا والآخِرَةِ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَنِي وَآمِنْ رَوْعَانِي

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَن شِمَالِي وَمِن فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تحتي

২. এছাড়াও নবীজি সা. পড়তেন,

اللهم إني أستلك الصحة والعفة والأَمَانَةَ وَحُسْنِ الخُلْقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুস্থতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, আমানতদারিতা, উত্তম চরিত্র ও তাকদীরে সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি (কানযুল উম্মাল, হাদিস নং: ৫০৯৩)।'

৩. আরেকবার চরম কষ্টের সময় নবীজি সা. এই দুআ পড়েছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ وَصَبْرًا عَلى بَلَيْتِكَ وَخُرُوجًا مِّنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِ

'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে দ্রুত নিরাপত্তা দান করুন এবং বিপদে সবর করার তাওফীক দান করুন। দুনিয়া থেকে আপনার রহমতের ছায়াতলে চলে যাওয়ার প্রার্থনা করছি (কানযুল উম্মাল, হাদিস নং: ৩৬৯৯)।'

৪. সরাসরি মৃত্যু কামনার পরিবর্তে নবীজি সা. এই দুআ পড়তে শিখিয়েছেন,

اللهُم بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لي وتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لي

'হে আল্লাহ, আমি আপনার গাইবের জ্ঞানের দোহাই দিয়ে এবং সৃষ্টির উপর বিরাজমান আপনার কুদরতের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি, আপনার জ্ঞানে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা কল্যাণকর হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখুন। আপনার জ্ঞানে যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তখন আমাকে মৃত্যু দিন (নাসাঈ, হাদিস নং: ১৩০৫)।'

২০. সকাল-সন্ধ্যার আশ্রয়

নবীজি সা. তার আদরের কন্যা ফাতিমাকে সকাল-সন্ধ্যা পড়তে বলেছেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيت، أصلح لي شأني كله، ولا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَهُ عَيْنٍ

'হে চিরজীব! হে সর্বনিয়ন্তা! আপনার রহমাতের উসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমার সকল বিষয়কে সংশোধন করে দিন (উপকারী বানিয়ে দিন)। এক মুহূর্তের জন্যেও আমার (রক্ষণাবেক্ষণের) দায়িত্ব আমার উপর চাপাবেন না (হাকেম, হাদিস নং ২০০০, আনাস বিন মালিক রা.-এর সূত্রে।)।

২১. সকাল-সন্ধ্যার ইস্তেআযা

১. আবু বকর সিদ্দীক রা. একদিন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকাল ও সন্ধ্যায় পড়ার জন্যে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। আবা বাকর! তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বে,

اللهم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَة رَبَّ كُلَّ شَيْءٍ ومليكه، أشهد أن لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وشركه، وأن اقترف على نَفْسِي سُوْءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

'আল্লাহুম্মা! আপনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। আপনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী! আপনি সবকিছু রব ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমার নফসের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। শয়তান ও তার চক্রান্ত- কৌশল থেকে পানাহ চাইছি। নিজে মন্দকর্ম করা ও অপর মুসলিম ভাইকে মন্দকর্মের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া থেকে আপনার পানাহ চাইছি (তিরমিযী, হাদিস নং: ৩৫২৯)।

২. আরেক বর্ণনায় আছে, এই দুআটা তুমি সকাল-সন্ধ্যায় পড়বে। আবার শোয়ার সময়ও পড়বে (আবু দাউদ, হাদিস নং: ৫০৬৭)।

২২. ঋণ পরিশোধ

নবীজি ঋণ পরিশোধের জন্য এই দুআটি পড়তেন,

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের গুরুভার ও মানুষের প্রবল দাপটের সম্মুখীন হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।'- (বুখারী, হাদিস নং: ৬০০২)

শেষদিন উত্তম ,হওয়ার দুআঃ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَ خَيْرَ عَمَلِى خَوَاتِيمَهُ وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاكَ

'অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ অংশই যেন সর্বোত্তম অংশ হয়। আমার (জীবনের) শেষ আমলই যেন সর্বোত্তম আমল হয় এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের দিনই যেন আমার সর্বোত্তম দিন হয়।'[মাজমাউয জাওয়াইদ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, আমালি ইবনে বিশরান]

ঈমানের উপর অটল থাকার কিছু দোয়াঃ-

اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين.. َ
'আমাদের সহজ সরল পথের হেদায়েত দিন। যে পথে চলা লোকদের ওপর আপনি নেয়ামত দান করেছেন। অভিশপ্ত ও গোমরাহির পথ থেকে বিরত রাখেন।'

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِين. َ

উচ্চারণ: 'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া তাওয়াফ্ফানা মুসলিমিন।'

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ধৈর্যদান করুন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করুন।'

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب. ُ
'হে আমাদের প্রভু! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে ধাবিত করো না; এবং তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর, নিশ্চয় তুমিই সবকিছুর দাতা।'

اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَم8. ُ
'হে আল্লাহ! আমার জানামতে আপনার প্রতি শিরক হয় এমন ভয়াবহ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার আশ্রয় চাই। আর আমার অজানায় ঘটে যাওয়া শিরক থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা করি।

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِك.. َ
হে (মানুষের) অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে পরিবর্তন করে দিন।' (মুসলিম, মিশকাত)

يَا مُقَلبَ الْقُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي عَلَى دِينِك.. َ
'হে (মানুষের) অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর দৃঢ় রাখ। (তিরমিজি, মিশকাত)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن. َ
'হে আল্লাহ! যে ফেতনাগুলো দেখা যায় আর যেগুলো দেখা যায় না, সব ধরনের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
মসজিদে যাওয়ার সময়ে পড়ার দো'আ (আল্লাহর পক্ষ হতে নূর লাভের আশায়)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِيِّ نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نُورًا، ومن خلفي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وعظم لي نورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا، أَللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي عصبي نورًا، وفي لَحْمِي نُورًا، وفي دمي نورا، وفي شعري نُورًا، وَفِي بَشَرِي نُورًا

'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর (বা আলো) দান করুন, আমার যবানে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার দর্শনশক্তিতে নূর দান করুন, আমার উপরে নূর দান করুন, আমার নীচে নূর দান করুন, আমার ডানে নূর দান করুন, আমার বামে নূর দান করুন, আমার সামনে নূর দান করুন, আমার পেছনে নূর দান করুন, আমার আত্মায় নূর দান করুন, আমার জন্য নূরকে বড় করে দিন, আমার জন্য নূর বাড়িয়ে দিন, আমার জন্য নূর নির্ধারণ করুন, আমাকে আলোকময় করুন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান করুন, আমার পেশীতে নূর প্রদান করুন, আমার গোস্তে নূর দান করুন, আমার রক্তে নূর দান করুন, আমার চুলে নূর দান করুন ও আমার চামড়ায় নূর দান করুন। (বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১১৬, নং ৬৩১৬; মুসলিম ১/৫২৬, ৫২৯, ৫৩০, নং ৭৬৩)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَي نُورًا فِي قَبْرِي ... وَنُورًا فِي عِظَامي..

হে আল্লাহা আমার জন্য আমার কবরে নূর দিন, আমার হাড়সমূহেও নূর দিন (তিরমিযী ৫/৪৮৩, নং ৩৪১৯)

وزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا..

আমাকে নূরে বৃদ্ধি করে দিন, আমাকে নূরে বৃদ্ধি করে দিল, আমাকে নূরে বৃদ্ধি করে দিন। (ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৬৯৫; পৃ. ২৫৮; আর আলবানী সেটার সনদকে সহীহ আদাবিল মুফরাদে সহীহ বলেছেন, নং ৫৩৬)

وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى نُور. ٍ

(ওয়া হাবলী নূরান 'আলা নূর)

আমাকে নূরের উপর নূর দান করুন। (হাফেয ইবন হাজার এটাকে তার ফতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন এবং ইবন আবী আসেমের 'কিতাবুদ দো'আ' এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। দেখুন ফাতহুল বারী, ১১/১১৮। আরও বলেছেন, বিভিন্ন বর্ণনা থেকে মোট ২৫ (পঁচিশটি) বিষয় পাওয়া গেল) [সূত্র-দোয়া ও যিকির; হিসনুল মুসলিম]

ঘুমানোর সময়কার দু'টি দুআ

اللَّهُم بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأَحْيى

'হে আল্লাহ, আমি আপনারই নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং আপনারই নামে জীবিত হব।
আরেকটি দুআ

اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك محياها ومماتها، إن أحبينها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإن أمنها فاغْفِرْ لها وارحمها

'হে আল্লাহ, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনিই আমার প্রাণ হরণ করবেন। আপনারই জন্য আমার মৃত্যু এবং আপনারই জন্য আমার জীবন, যদি আপনি আমাকে জীবিত রাখেন তাহলে যা দ্বারা আপনি আপনার নেক বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন, আমাকেও তা দ্বারা হেফাজত করুন। আর যদি আমাকে মৃত্যু দেন তাহলে ক্ষমা করবেন এবং রহম করবেন। -(সহিহ মুসলিম:৭০৬৩,মুসনাদে আহমদ:৫৫০২)

ঘুম না আসলে পাঠ করা:
ঘুমের জন্য বিছানায় শোয়ার পর যদি ঘুম না আসে তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন

اللهم عارت اللنجوم، وهدات العيون، وانت حي قيوم يا حي يا قيوم الهدى ليلي وانم عيني

"হে আল্লাহ, তারকারাজি অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সকলের চোখ শান্ত হয়ে গেছে। আপনি হাইয়ুন, কাইয়ুম। হে হাইয়ুন কাইয়ুম, আপনি আমার রাতকে স্তির ও শান্ত করে দিন এবং আমার চোখকে ঘুম দান করুন ।"

এই দুআটি পড়ে নিলে দুআর বাক্যগুলোর বরকতে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন।

১১.ইসলামী মাসসমূহ করণীয় ও বর্জনীয়

হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ

قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

পাঁচটি বিষয় আসার আগে পাঁচটি বিষয়কে গনিমত মনে কর। বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, এবং দারিদ্র্যের আগে স্বচ্ছলতাকে, অবসর সময়কে ব্যস্ততা আসার আগে এবং জীবনকে মৃত্যুর আগে।

৮. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং ১৮ (৮/১২৭); কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৪৩৪৯ (১৫/১৩৩১); আত্তারগীব ওয়াতারহীব, হাদীস নং ৫০৮১ (৪/১২৫)

ان عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم(

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কিতাবে (অর্থাৎ লাওহে মাফফুজে) মাসের সংখ্যা বারটি, সেই দিন থেকে, যে দিন আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। এটাই সহজ-সরল দ্বীন (-এর দাবী)। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না।"-(২৭.সুরা তওবা:৩৬)

রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রজবের চাঁদ দেখতেন, তখন এই দু'আ করতেন-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

"হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শা'বান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদের হায়াত রমযান পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিন।"-(মুসনাদে আহমদ:২২২৮)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রমযানের পূর্বে ১৫ ই শাবানের পবিত্র বরকতময় রাতটি দান করেছেন। হাদিসে এসেছে,

"এই রাতে আল্লাহ তায়ালা বনু কালবের বকরির পশম সমপরিমাণ বান্দাকে ক্ষমা করেন।"-(সুনানে ইবনে মাজাহ:১৩৭৯;মুসনাদে আহমদ:২৪৮২৫)

বিভিন্ন বিদআত পরিহার করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত পথে ইবাদত করা যথার্থ।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الضيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قبلكم لعلكم التكنون في

“হে ঈমানদারেরা!তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।”
-(সুরা বাকারা:১৮৩)

কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

কদরের রাত হাজার মাস থেকেও অনেক উত্তম।-(৯৯.সুরা কদর:০৩)
রমযান হলো সম্পূর্ণ বছর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির পথে চলার অনুশীলনের মাস।এ মাস অশেষ নেয়ামতের মাস ।এ মাসের ইবাদত,নেক আমল অন্যান্য মাসের চাইতে ৭০ গুণ অথবা তার চাইতেও বেশি।

যিলহজ্বের প্রথম দশদিন পুরো বছরের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ৩৬নং পারার সূরায়ে ফজরের শুরুতে

(١)والفجر(٢) ول وليالي عشر

"শপথ ফজরের এবং দশ রাতের"-(সুরা ফজর:১-২)

এখানে আল্লাহ দশ রাতের কসম করেছেন।
অপর এক হাদীসে বলেছেন, এই দশকের এক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমতুল্য এবং এক রাতের ইবাদত শবে কদরের রাতের ইবাদতের সমতুল্য ।-(সুনানুত তিরমিযী:৬৮৯)

১২.সীরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমাদের জীবন

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।-(সুরা আহযাব:২১)

ইহজগতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সর্বোচ্চ আনন্দ,অধিক বরকতময় ও মহান ঘটনা।নবুয়্যত লাভের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৩ বছর এ পৃথিবীতে অবস্থান করেন। কখনো জন্মদিন পালন করেননি। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষ সাহাবায়ে কেরামগণ,তাবে তাবেঈ গণ ও জন্মদিন পালন করেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক দেখানো জীবন যাপন পদ্ধতি, ইবাদত -বন্দেগী, জিহাদ অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণই হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন।

ইসলামের মৌলিক ভিত্তি

(١)عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَقِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

১. হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

এক. (খাঁটি মনে) একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

দুই. নামায কায়েম করা।

তিন. যাকাত প্রদান করা।

চার. হজ্ব করা।

পাঁচ. রমাযান মাসে রোযা রাখা।-(বুখারী, মুসলিম)

(٤)عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার দৃষ্টিতে তার মা-বাবা,সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হবো।-(বুখারী ,মুসলিম)

আরও বর্ণিত,
عن أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: من احب لله و أَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ
হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ও ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর জন্যে (অন্য কাউকে)ভালোবাসবে, আল্লাহর জন্যেই (তার শত্রুদের সঙ্গে) বিদ্বেষ পোষণ আল্লাহর জন্যেই খরচ করবে এবং আল্লাহর জন্যেই খরচ করা থেকে বিরত থাকবে,তার ঈমান পরিপূর্ণ।-(আবু দাউদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা:১৪)

জিহাদ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَذَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء.

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. প্রমুখ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কিছু চাঁদা পাঠিয়ে দিলো, আর সে নিজে ঘরে অবস্থান করলো, সে প্রত্যেক দিরহামের পরিবর্তে সাতশ' দিরহামের। পুরস্কার লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করলো এবং তাতে মালও ব্যয় করলো, সে প্রত্যেক দিরহামের পরিবর্তে সাত লাখ দিরহামের। সওয়াব পায়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ প্রতিদান বাড়িয়ে দেন।"-(ইবনে মাজাহ,তারগীব,খন্ড:০২, পৃষ্ঠা:১৫৭)

হালাল খাবার

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَذَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء. ُ

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. প্রমুখ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কিছু চাঁদা পাঠিয়ে দিলো, আর সে নিজে ঘরে অবস্থান করলো, সে প্রত্যেক দিরহামের পরিবর্তে সাতশ' দিরহামের। পুরস্কার লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করলো এবং তাতে মালও ব্যয় করলো, সে প্রত্যেক দিরহামের পরিবর্তে সাত লাখ দিরহামের। সওয়াব পায়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ প্রতিদান বাড়িয়ে দেন।"
-(তাবরানী,তারগীব, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা:১২)

মুমিনের দক্ষতার মর্যাদা عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِف

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা কোনো পেশায় দক্ষ মুমিনকে পছন্দ করেন। -(তাবরানী, বায়হাকি,তারগীব,খন্ড:০২, পৃষ্ঠা:০৪)

ঋণগ্রহণ ও তা পরিশোধ করা

(1)عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَقِلَّ مِنَ الذُّنُوبِ يَهُن عَلَيْكَ الْمَوْتُ ، وَأَقِلَّ مِنَ الدَّيْنِ تَعِشْ حُيًّا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

গোনাহ কম করো, মৃত্যু সহজ হবে। ঋণ কম করো, স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।-(বায়হাকি,তারগীব,খন্ড ৩, পৃষ্ঠা:৩২)

পারিবারিক জীবন

عَنْ أَبي أمامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ

عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُك.

হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত,

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্তানের উপর মা-বাবার কী হক রয়েছে? তিনি বললেন, মা-বাবা তোমার জান্নাতও (যদি তাদের সঙ্গে সদাচরণ করো), আবার তোমার জাহান্নামও (যদি তাদের নাফরমানী করো)। -(ইবনে মাজাহ,তারগীব,খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২১৫)

রাখা ভাড়ত। ১৫০

(১৩১)

(1)عن أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عفوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ وَبِرُوا آبَاءكُمْ تَبَركُمْ أَبْنَاؤُكُم

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

মানুষের স্ত্রীদের ব্যাপারে পবিত্রতা অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদের স্ত্রীরা পবিত্র থাকবে। নিজেদের মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ করো, তাহলে তোমাদের সন্তান তোমাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে।-(হাকেম,তারগীব,
খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২১৫)

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَمُوا الصَّبِيُّ الصَّلاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ

হযরত সাবুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

সন্তানকে সাত বছর বয়সে নামায শিক্ষা দাও এবং দশ বছর বয়সে(নামায ছেড়ে দিলে) তাকে প্রহার করো।"
-আহমদ,তিরমিযী,আল জামেউল সাগীর সুয়য়ূতিকৃত,খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৬১)

(1) عَن أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ الإِنَاتِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.

৪. হযরত আবু মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,
স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। -(তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৭৫)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর সন্তোষজনক পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমিন।

সহায়ক গ্রন্থ ও রেফারেন্স:

১.ইসলাম ও আমাদের জীবন -মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব

২.আল আদাবুল মুফরাদ-ইমাম বুখারী রহ.

৩.IOM এর সম্মানিত ওস্তাদগণের লেকচার শীট

৪.কোটিপতি সাহাবি-আরিফুল ইসলাম

৫.Noor-e-Qur’an গ্রুপের দুআ ও যিকির এর পিডিএফ